ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 August 2021 ■ আগরতলা ১২ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ২৬ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তলব পেয়ে দিল্লী ছুটলেন মুখ্যমন্ত্রী, দল ও সরকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট ।। দিল্লি গেলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা: মানিক সাহা এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ রাতেই সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে তাঁরা বৈঠক করবেন। স্বাভাবিকভাবে, আবারও বাড়ল মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়ে জল্পনা। কারণ, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের সময় খুবই কম রয়েছে। এখনই ঘর গুছিয়ে নিতে হবে বিজেপির। কারণ, হটাত করে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস শাসক জোটের ঘাড়ে শ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। তাতে, রাজনীতির নয়া মেরুকরণ খুবই শীঘ্রই দেখা যাবে, নিশ্চিত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল।

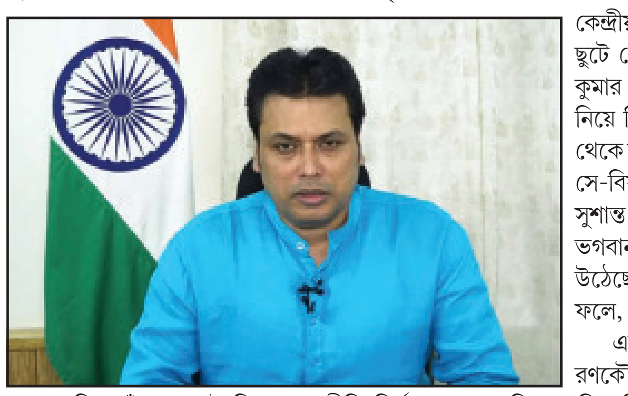

মূলত, গত কয়েকদিনে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। হটাত করেই তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে প্রধান বিরোধী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। অবশ্য, সিপিএম ও কংগ্রেসের যা শোচনীয় অবস্থা, তাতে আখেরে তৃণমূল ফায়দা তুলতে চাইবেই। গত কয়েকদিনে তাঁদের রাজনৈতিক গতিবিধি সেইদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌচেছে, সিপিএমও তৃণমূল ইস্যুতে সুর নরম করেছে। ফলে, শাসক দল বিজেপির এই জায়গায় কিছুটা ভাবতে হবেই। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে হটাত সিপিএম ও কংগ্রেসকে শূন্য করে দিয়ে তৃণমূল প্রধান বিরোধী হয়ে উঠবে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বিজেপির এখন খুবই সন্তর্পনে কদম বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাথে শলা-পরামর্শ একান্তই জরুরি। তাই, দিল্লি ছুটে গেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সূত্রের খবর, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের তালিকা নিয়ে দিল্লি গেছেন তাঁরা। এক্ষেত্রে, দুয়েকজনের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পরার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে, কার কপাল খুলবে সে-বিষয়েই জল্পনা চলছে। সূত্রের দাবি, মিমি মজুমদার ও সুশান্ত চৌধুরীর মন্ত্রিসভায় আসার সম্ভাবনা প্রবল। এক্ষেত্রে ভগবান দাসকে নিয়েই রাজনৈতিক তরজার লড়াই চরমে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হিসেবেই ভগবান দাস পরিচিত। ফলে, হিসেব মেলানো কঠিন হয়েছে।

এদিকে, রাজ্যে পরবর্তীত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রণকৌশল নিয়েই বিজেপি চিন্তায় পড়েছে। এক্ষেত্রে নতুন রণনীতি নির্ধারণে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তাছাড়া, সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিও বিশেষ ভাবে ভাবাচ্ছে বিজেপিকে। অবশ্য, মন্ত্রিসভা রদবদলের মাধ্যমে নয়া রণনীতির প্রথম ধাপ উতরাতে চাইছে বিজেপি। মোক্ষম চাল এখানেই দেওয়া হবে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল।

বুধবার আগরতলায় চাকরীর দাবীতে আন্দোলনে শামিল হলেন বেকার নার্সরা। ছবি নিজস্ব।

থানায় ঢুকে চোখ রাঙানি, অভিষেক সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা নিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ খোয়াই,, ১১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার দায়ে খোয়াই থানায় মামলা হয়েছে। খোয়াই থানার পুলিশ ভারতীয় দন্ডবিধি ১৮৬ ও ৩৪ ধারায় স্বত:প্রনোদিত মামলা নিয়েছে।

ফাইল ছবি

প্রসঙ্গত, গত রবিবার ভোরে কোভিড বিধি লঙ্ঘনের দায়ে দেবাংশু, জয়া দত্ত ও সুদীপ রাহা সহ তৃণমূলের ১৪ জন কর্মীকে গ্রেফতার করেছিল খোয়াই থানার পুলিশ। তাঁদের গ্রেফতারীর খবরে কলকাতা থেকে প্রথমে ব্রাত্য বসু, দোলা সেন ও কুণাল ঘোষ ছুটে আসেন। তারপর তৃণমূল সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছুটে আসেন এবং আগরতলায় এসে সোজা খোয়াই চলে যান। খোয়াই থানায় ১৪ জন তৃণমূল কর্মীকে নি:স্বর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবি তাঁরা চাপ সৃষ্টি করেন। থানায় ঢুকে চোখ রাঙানি থেকে শুরু করে শাসানি, কোন কিছুই বাদ দেননি অভিষেক-রা। ফলে, ওইদিন দীর্ঘ সময় থানা উত্তপ্ত ছিল।

ওই ঘটনায় খোয়াই থানার ওসি মনোরঞ্জন দেববর্মা সরকারী কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনে স্বত:প্রনোদিত মামলা করেন। পুলিশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, সুবল ভৌমিক ও প্রকাশ দাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ১৮৬ ও ৩৪ ধারায় মামলা নিয়েছে। খোয়াই থানার ওসি বলেন, গত ৮ আগস্ট তৃণমূলের ১৪ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ধৃতদের আদালতে পাঠাতে বাধা দিয়েছিলেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁর দাবি, নেতাদের বাধা দেওয়ার কারণেই ধৃত ১৪ জনকে আদালতে সোপর্দ করতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। তাই ওই ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এখন মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।

এদিকে, ওই ঘটনায় তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ আবারও টুইটারে সোচ্চার হয়েছেন। তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা স্মৃতি রক্ষা কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবসে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে রাজবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় শহীদ ক্ষুদিরাম বসুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীরপুরুষ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৪ তম প্রয়াণ দিবস আজ রাজ্য যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় ।শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে রাজবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। উদ্যোক্তারা জানান অন্যান্য বছর প্রভাত ফেরী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান , বক্তৃতাসহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবস পালন করা হতো। কিন্তু এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরীর দাবিতে রাস্তা অবরোধ স্বেচ্ছায় রোগীর সেবায় নিয়োজিত বেকার নার্সদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। করোনাকালে স্বেচ্ছায় রোগীর সেবায় নিয়োজিত হয়েছি। তাই, এখন তার প্রতিদান চাইছেন বেকার নার্স-রা। অবিলম্বে ৫০০০ নার্স নিয়োগের দাবিতে আজ আগরতলায় রাধানগর মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন তাঁরা। পরবর্তী সময়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে রাস্তা অবরোধ মুক্ত হয়েছে। পুলিশ অবরোধকারীদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

আজ তাঁরা জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় ২০১৬ সালের পর থেকে সরকারিস্তরে নার্স নিয়োগ হয়নি। ফলে, প্রচুর নার্স বেকার হয়ে আছেন। তাঁদের বক্তব্য, ত্রিপুরায় ছয় হাজারের অধিক বেকার নার্স রয়েছেন। তাঁদের কথায়, করোনাকালে আমরা স্বেচ্ছায় রোগীর সেবায় নিয়োজিত হয়েছি। সকলকে সহযোগিতা করেছি। বিনিময়ে এখন সরকারিভাবে নিয়োগ চাইছি।

তাঁদের আরও বক্তব্য, বেকার বসে থেকে অনেক নার্স আছেন তাঁরা বয়সোত্তীর্ন হয়ে পড়ছেন। আরও কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হলে তাঁরা চাকুরীর জন্য আবেদন জানাতে পারবেন না। তাঁদের দাবি, ত্রিপুরায় অতি শীঘ্র অন্তত পাঁচ হাজার নার্স নিয়োগ করতে হবে।

এদিন, দীর্ঘ সময় রাধানগর এলাকায় রাস্তা অবরোধে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছিল। পুলিশ অবরোধ মুক্ত করার চেষ্টা করলে আন্দোলনকারী নার্সদের সাথে পুলিশের তীব্র বাদানুবাদ হয়েছে। দুয়েক জনকে টেনে হিচড়ে পুলিশ গাড়িতে তুলেছে। আন্দোলনকারী সকলকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। পরে তাঁদের ছেড়ে দিয়েছে। এদিন তাঁরা জানিয়েছেন, চাকুরীর দাবিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসাা ও ষড়যন্ত্র, প্রতিবাদ কর্মসূচি স্থির বিজেপি যুব ও মহিলা মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা এবং কুৎসাও ষড়যন্ত্র করার প্রতিবাদে গর্জে উঠবে বিজেপি যুব ও মহিলা মোর্চা। প্রতিবাদের কর্মসূচি হিসেবে আগরতলা সহ সারা রাজ্যে বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৩ আগস্ট ত্রিপুরা কাঁপিয়ে মিছিলে অংশ নেবেন যুব ও মহিলা মোর্চার কর্মীরা।

এ-বিষয়ে বিজেপি প্রদেশ মিডিয়া সেল ইনচার্জ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উপর হামলা ও তাঁর প্রতি সিপিএম ও তৃণমূলের অশালীন ভাষা প্রয়োগ এবং ঘৃন্য রাজনৈতিক চক্রান্ত রাজ্যের শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তুলেছে। তারই প্রতিবাদে আগামী ১৩ আগস্ট প্রদেশ বিজেপির যুব মোর্চা ও মহিলা মোর্চার উদ্যোগ সারা রাজ্যে দুপুর ২টায় একযোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হবে।

তিনি বলেন, সদর শহর ও সদর গ্রামীণ জেলার ১৪টি মন্ডল এক সাথে আগরতলা শহরে এই প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করবে। প্রতিবাদ সূচীর অঙ্গ হিসাবে রবীন্দ্রভবন থেকে মিছিল করে প্যারাডাইস চৌহমুনীতে পথসভার মাধ্যমে শেষ হবে এবং বাকি মন্ডলগুলি নিজ নিজ এলাকায় এই বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করবে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে গতকাল থেকে শক্তিকেন্দ্রভিত্তিক প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করা হচ্ছে। দিল্লি গেলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ও মুখ্যমন্ত্রী, বৈঠক হবে জে পি নাড্ডার সাথে, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে ফের জল্পনা

উদয়পুরের রাজারবাগে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ আগস্ট।। আবারো বাইক চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো রাধা কিশোরপুর থানার অন্তর্গত রাজারবাগ মোটর স্ট্যান্ড এলাকায়। আজ সকালে উদয়পুর খিলপাড়া নিবাসী শিমুল আহমেদ কাজী নিজের বাইকটি উদয়পুর রাজারবাগ মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন ওয়ারিশ বিল্ডিংয়ের সামনে রেখে জরুরী প্রয়োজনে আগরতলায় গিয়ে ছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যায় বাড়ি এসে দেখেন ওনার বাইক টি নির্দিষ্ট স্থানে নেই।

তিনি বাইকটি অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বাইকটি খবর লেখা অব্দি পাওয়া যায় নি। ।করোনা আবহে বাইক চুরির ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় বাইক মালিকদের উৎকন্ঠা, উদ্বেগ ও চিন্তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ আগস্ট।। ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা বিশালগড় থানাধীন চেলিখলা পাল পাড়া এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সজল রুদ্র পাল বয়স (২১), পিতা বিজয় রুদ্র পাল।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার বিকেল পাঁচটা থেকে সজল রুদ্র পাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে যায় সজল করে ফিরে আসেনি বাড়ির লোকজন চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করার পর দেখতে পায় বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁরা দূরত্বে একটি রাবার বাগানে ঝুলন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সামান্য বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণ, গত ২৪ ঘন্টা মৃত্যুহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় সামান্য বেড়েছে করোনার দৈনিক সংক্রমন। তবে গত ২৪ ঘন্টা ত্রিপুরা ছিল করোনায় মৃত্যুহীন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ২৪৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি, ১৫৩ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার সামান্য বেড়ে হয়েছে ৩.৪৫ শতাংশ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৯২৩ জন। কিন্ত, গত ২৪ ঘন্টায় একজনেরও করোনায় আক্রান্তে মৃত্যু হয়নি।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ১২০০ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৫৮৭৮ জনকে নিয়ে মোট ৭০৭৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৭১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১৭৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ২৪৪ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ৩.৪৫ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৯২৩ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮০৬৬০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৭৯০১ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.৯৩ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৬.৬৫ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় কারোর মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৭০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে

স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। স্বচ্ছ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ প্রকল্প এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। এই প্রকল্পে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুণঃব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় স্বচ্ছতার পাশাপাশি রোজগারের সুযোগও সৃষ্টি হবে। ত্রিপুরার গ্রামীণ এলাকায় ওডিএফ প্লাস গড়ার লক্ষ্যে আজ সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী এদিন এই প্রকল্পে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যন্ত্রপাতি বিতরণের ও রাজ্যে ১,১৭৬টি ডাস্টবিন বসানোর কর্মসূচিরও সূচনা করেন।

তিনি বলেন, সারা ত্রিপুরায় স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজের প্রথম ধাপে রাজ্যের ৩৫০টি গ্রামের ৬০ হাজার পরিবারকে ডাস্টবিন প্রদানের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে জনবহুল স্থানে ৬ হাজার ডাস্টবিন, ৭ হাজার ব্যক্তিকে কম্পোষ্ট কিট এবং ৭০০টি ট্রাইসাইকেল, ব্যাটারী চালিত যান প্রভৃতি দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার গঠিত হওয়ার পর দেশে যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে তার মধ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশন ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন একে অপরের পরিপূরক। দুটি প্রকল্পের সমন্বয়ের মাধ্যমে এই উদ্যোগ সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হবে। তিনি বলেন, কোন প্রকল্প মিশন মুডে রূপায়ণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে সময়ের আগে কাজ সম্পন্ন করতে পারলেই মিশন কথাটির প্রকৃত প্রতিফলন ঘটে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণকে এই প্রকল্পে উৎসাহিত করতে একটি স্লোগান তৈরি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থে গ্রামীণ এলকায় প্রদানকৃত ডাস্টবিনগুলি নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সহ সঠিক জায়গায় বর্জ্য ফেলার বিষয়ে সবাইকে সচেতন করার উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রাম পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কমিটির দ্বারা গঠিত ভিলেজ সেনিটেশন কমিটিকে দায়িত্ব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শপথ নিলেন রাজ্যের লোকায়ুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় লোকায়ুক্ত পদে শপথ নিলেন বরিষ্ঠ আইনজীবী কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য। আজ রাজভবনে রাজ্যপাল তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সাল থেকে ত্রিপুরায় লোকায়ুক্ত আইন কার্যকর রয়েছে। তিনি ত্রিপুরায় তৃতীয় লোকায়ুক্ত এবং আইনজীবী হিসেবে প্রথম ব্যক্তি ওই পদে দায়িত্ব পেয়েছেন। ২০১২ সালে ত্রিপুরায় প্রথম লোকায়ুক্ত নিয়োগ করা হয়েছিল। গুজরাত এবং গুয়াহাটি হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি প্রদীপ কুমার সাহা ত্রিপুরায় প্রথম লোকায়ুক্ত হিসেবে দায়িত্বভার সামলেছিলেন। তিনি ২০১৭ পর্যন্ত ওই দায়িত্ব সামলেছেন। ওই বছর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন কলকাতা এবং অন্ধ্র প্রদেশ হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুবল বৈদ্য। তিনি ২০২০ সালে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় ওই পদ থেকে অব্যাহতি নেন। এরপর থেকে লোকায়ুক্ত পদটি খালি পড়েছিল।

লোকায়ুক্ত নারায়ণ ভট্টাচার্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য্য। ছবি নিজস্ব।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং বিরোধী দলনেতার সাথে আলোচনা এবং সম্মতিক্রমে বরিষ্ঠ আইনজীবী কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্যের নাম লোকায়ুক্ত হিসেবে নিয়োগে রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করেন। গত ১ জুলাই ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন তিন বছরের জন্য কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্যকে লোকায়ুক্ত হিসেবে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

আজ রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য্য ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত পদে কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য-র শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ নেওয়ার পর তিনি বলেন, নিরপেক্ষভাবে আইন মেনে কর্তব্য পালনই লক্ষ্য হবে। কোন পক্ষপাত ছাড়া জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই কর্তব্য বলে পালন করব। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, লোকায়ুক্ত সংবিধানের অঙ্গ। রাজ্যের স্বনামধন্য আইনজীবী কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য আজ লোকয়ুক্ত পদে শপথ নিয়েছেন। তাতে, মানুষের কল্যাণ হবে। গণতন্ত্র আরও সুদৃঢ় হবে, বলেন তিনি।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২৯৩ ◻ ১২ আগস্ট ২০২১ ইং◻২৬ শ্রাবণ ◻ বৃহস্পিতবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শ্রদ্ধা ও শিষ্টাচার

সংসদ ভবন হইল গণতন্ত্রের পীঠস্থান। সংসদেই পবিত্র আইন তৈরি হইয়া থাকে। যারা আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন তাহাদের উপর দেশবাসীর আস্থা ও বিশ্বাস" অপরিসীম। তাদের তৈরী করা আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়। কিন্তু যাহরা আইন তৈরি করেন তাহারাই যদি আইন ভঙ্গ করেন তাহা হইলে

তাহাদের প্রতি সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভক্তি কতটা থাকিবে সেই প্রশ্নই বড় হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের যুগে যেকোনো বিষয় মুহূর্তেই গোটা বিশ্বে ছড়াইয়া পরিবার সুযোগ রহিয়াছে। দেশবাসী অতি সহজেই সংসদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত হইতে সক্ষম। জনকল্যাণে সংসদে গঠনমূলক আলোচনা সমালোচনা হইবে সেটাই রীতিনীতি। কিন্তু আলোচনা যদি শিষ্টাচার অতিক্রম করে তাহা হইলে দেশবাসী তাহার কোনভাবে মানিয়া নিতে পারিবেন না। সংসদের অভ্যন্তরেও প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। বিরোধীদের গঠনমূলক সমালোচনা সরকারপক্ষকে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তি যোগাইয়া থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধীদের যথেষ্ট সম্মান ও অধিকার রহিয়াছে। বিরোধীরা শক্তিশালী হলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হইয়া থাকে। যাহাদের হাতে

গণতন্ত্রের ধ্বজা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহারা যদি গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করিবার বদলে দেশের শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেন তাহলে তাহা ক্ষমার অযোগ্য। বিগত সাত মাসেরও অধিক সময় ধরিয়া দেশ জুড়িয়া কৃষক আন্দোলন শুরু হইয়াছে। কৃষক ও কৃষি স্বার্থ বিরোধী কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিবার দাবিতে আন্দোলন শুরু হইয়াছে। সংসদেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উত্থাপন করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। লক্ষনীয় বিষয় হইলো সংসদে যেভাবে বিষয়টি উত্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে সংসদের শিষ্টাচার অনেকাংশেই লঙ্ঘিত হইয়াছে।সময়ের দু"দিন আগেই অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি হইয়া গিয়াছে লোকসভা অধিবেশন। অবশ্য রাজ্যসভার অধিবেশনে চলিবে। রাজ্যসভায় কয়েকজন সাংসদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইতে পারে। যে সাংসদরা মঙ্গলবার রাজ্যসভা কক্ষে হইচই করিয়াছিলেন এবং টেবিলে উঠিয়া চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে রুলবুক ছুঁড়িয়াছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অভিযোগ জমা পড়িয়াছে এথিক্স কমিটির কাছে।বুধবার সকালে অধিবেশন শুরু হইতেই গত দিনের ঘটনার উল্লেখ করিয়া আবেগপ্রবণ হইয়া পড়িলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। দৃশ্যতই কাঁদিয়া ফেলিলেন তিনি। বলিলেন, বিরোধী দলগুলির সাংসদদের ব্যবহারের কারণে রাতে ঘুমাইতে পারেননি তিনি। রাজ্যসভার মর্যাদা "ক্ষুন্ন হওয়ায়" মর্মাহত হইয়াছেন তিনি।মঙ্গলবার রাজ্যসভা কক্ষে কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বিরোধী দলগুলি জোটবদ্ধ হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। অন্যান্য দিনের মতোই প্ল্যাকার্ড পোস্টার হাতে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি কংগ্রেসের পাঞ্জাবের সাংসদ প্রতাপ সিং বাজওয়া সভাকক্ষের মধ্যেই টেবিলের উপর উঠিয়া পড়েন। সেখানে দাঁড়াইয়া হইচই করেন তিনি। তারপরেই টেবিলে রাখা রুল বুক হাতে তুলিয়া নিয়া চেয়ারম্যানের দিকে ছুঁড়িয়া দেন। টেবিলের উপর উঠিয়া বসিতে দেখা যায় আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং, কংগ্রেসের দীপেন্দ্র সিং হুডা, প্রকাশ সিং বাজওয়া এবং সিপিআইয়ের বিনয় বিশ্বমকে।
যে ঘটনার ভিডিও ছড়াইয়া পড়িয়াছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। নানা মহল থেকে প্রতিক্রিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। ঘটনার প্রতিবাদে চেয়ারম্যান ভেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি রাজ্যসভার দলনেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সরকারের তরফে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সাংসদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হইয়াছে। সংসদ অধিবেশনে যেসব মন্ত্রী ও সাংসদরা বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাহাদের প্রত্যেকেরই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া, গণতন্ত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখিয়া নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন এবং শিষ্টাচার বজায় রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় সংসদ ভবন কলঙ্কিত হইবে। সাংসদদের প্রতি দেশবাসীর আস্থা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কমিবে। ইহা কোনভাবেই মানানসই নয়।

ফের খাদ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ চাকরিপ্রার্থীদের

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স: ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল তিলোত্তমা। বুধবার চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত খাদ্য ভবন। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতির মাঝেই উত্তপ্ত কলকাতার খাদ্য ভবনের সামনে। খাদ্য দফতরে ফুড ইন্সপেক্টর পদে যে সব প্রার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের মেধাতালিকা বেরোনো সত্বেও কয়েকজনকে নিযুক্ত করা হলেও বাকিদের বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তারই প্রতিবাদে এদিন খাদ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় চাকরিপ্রার্থীরা। জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মেধাতালিকায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা এসে খাদ্য ভবনের সামনে অবস্থানর বিক্ষোভে সামিল হয়। চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত খাদ্য ভবন।হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

'খেলা হবে' দিবসকে মমতার উপনির্বাচনী প্রচারদিবস করতে চায় তৃণমূল

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স.) : ১৬ অগস্ট রাজ্য জুড়ে পালিত হবে 'খেলা হবে' দিবস। আর এই দিনটিকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপনির্বাচনী প্রচার হিসেবে কাজে লাগাতে চায় তৃণমূল। সবচেয়ে বড় 'খেলা হবে' দিবসের অনুষ্ঠানটি হবে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে। তৃণমূল নেতৃত্বের আশা, সেপ্টেম্বর মাসেই ভবানীপুর-সহ রাজ্যের বকেয়া উপনির্বাচন হবে।
কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর ভবানীপুর এখন বিধায়ক শূন্য। এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন মমতা। সেই ভাবনা থেকেই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে থেকেই প্রচার শুরু করে দিয়েছেন এলাকার তৃণমূল নেতাকর্মীরা। তার ওপরে বাড়তি পাওনা এই 'খেলা হবে' দিবস। গত ২১ জুলাই শহিদ দিবসের ভার্চুয়াল সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী 'খেলা হবে' দিবস পালনের কথা ঘোষণা করেন। জানা যায়, শাসক দলের বিধায়করা তাঁদের বিধানসভা এলাকার একটি জায়গায় কেন্দ্রীয় ভাবে 'খেলা হবে' দিবস পালন করবেন। যেখানে সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্লাব ও বিভিন্ন সংগঠনকে হাজির থাকার আমন্ত্রণ জানাবেন বিধায়করা।
অন্য বিধানসভা ক্ষেত্রে শাসক দলের বিধায়করা একটি জায়গায় কেন্দ্রীয় ভাবে 'খেলা হবে' দিবস পালন করলেও, ভবানীপুরের ক্ষেত্রে অন্য রণনীতি নিচ্ছে তৃণমূল। মোট আটটি ওয়ার্ড নিয়ে ভবানীপুর বিধানসভা। দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী, সবক'টি ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা কোঅর্ডিনেটর তথা ব্লক সভাপতিদের আলাদা ভাবে 'খেলা হবে' দিবস পালন করতে বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত সমস্ত কোঅর্ডিনেটর একাধিক 'খেলা হবে' দিবস কর্মসূচির আয়োজন করবেন নিজেদের ওয়ার্ডে। সোমবার দুপুরে ওই ওয়ার্ডের হরিশ পার্কে জাতীয় দলে খেলা ফুটবলাররা একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবেন। ওই ম্যাচে একটি দলের নেতৃত্ব থাকবেন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার মেহতাব হোসেন। বিপরীতে থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ার ক্লাব কালীঘাট মিলন সংঘ। ৭১ নম্বর ওয়ার্ডে ওই দিন ছ'টি আলাদা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ৭১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি বাবুল সিংহের দাবি, "দিদির জমানায় আমরা ভবানীপুরে কত ভাল আছি তার প্রমাণ এই 'খেলা হবে' দিবস। কেউ এই কর্মসূচিকে উপনির্বাচনের প্রচার বলতেই পারেন। কিন্তু আমাদের কাজ দিদির সাফল্যকে মানুষের কাছে তুলে ধরা। আমরা সেই কাজ করছি।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বহুজাতিক স্বৈরতন্ত্রে দিকে এগিয়ে চলেছি?

সুতীর্থ চক্রবর্তী

ইন্টারনেট আবিষ্কারে দুনিয়া কতটা বদলাল, তার হাতেগরম একটি দৃষ্টান্ত হালের পেগাসাস কাণ্ড। ব্যক্তিগত পরিসর যন্ত্রের এমন অনুপ্রবেশ ইন্টারনেট ছাড়া সম্ভব হত কীভাবে? ফোনে আড়ি পাতা সেকেলে। রাষ্ট্র প্রতিদিনই গুচ্ছ গুচ্ছ নাগরিকের ফোনে আড়ি পেতে চলেছে। টেলিফোন যেদিন আবিষ্কার হয়েছে সেদিন থেকেই বলা যেতে পারে আড়ি পাতার সূত্রপাত। পেগাসাসে প্রমাণ মিলল, ফোন আর শুধু আড়ি পাতার যন্ত্রে সীমাবদ্ধ নেই। ফোন নিজেই এখন ব্যক্তিমানুষের উপর গোয়েন্দাগিরির হাতিয়ার। আপনি হাতে বা পকেটে করে যে যন্ত্রটি নিয়ে ঘুরছেন আসলে সে একটি গোয়েন্দা বা চার। যে আপনার উপর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছে। রাষ্ট্রন্ত তাকে লাগিয়ে রেখেছে আপনার সম্পর্কে সব তথ্য সরবরাহ করার জন্য। আপনার মোবাইল ফোনটি রাষ্ট্র দ্বারা আপনার উপর নিযুক্ত একটি চর বা স্পাইয়ে পরিণত হয়েছে ইন্টারেনেটর দৌলতেই।
ইন্টারনেটের মাধ্যমেই পেগাসাস স্পাইওয়্যার রাষ্ট্র আপনার ফোনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর ইন্টারনেটের মাধ্যমেই আপনি প্রতি মুহূর্তে রাষ্ট্রের নজরদারিতে। আপনি কার সঙ্গে কী কথা বলছেন শুধুই নয়, আপনার প্রতি মেসেজ লোকেশন কনট্যাক্ট সহ ফোনের যাবতীয় তথ্য চলে যাচ্ছে রাষ্ট্রে কবজায়। শুধু আড়ি পাতা বা ফোন ট্যাপিংয়ের যুগে রাষ্ট্রে নজরে আপনি এভাবে ছিলেন না। এভাবে রাষ্ট্র অতীতে কখনও আপনার একেবারে অন্তরঙ্গ পরিসরে প্রবেশও করতে পারেনি। পেগাসাস স্পাইওয়্যারের মাধ্যমে আপনার সম্পূর্ণ অজান্তে আপনার ফোন রাষ্ট্রীয় কোনও এজেন্সি হ্যাক করে নিচ্ছে। আপনার ফোনের সব তথ্য নিজের হেফাজতে নিয়ে নিচ্ছে। ২০০০ সালের তথ্যপ্রযুক্তি আইনে ফোন হ্যাক করা মারাত্মক অপরাধ। কিন্তু পেগাসাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনে সেই কাজই হয়েছে ও হয়ে চলেছে বলে অভিযোগ। টেলিগ্রাফ আইনের ৫ (২) ধারায় যে-নজরদারি রাষ্ট্র আপনার ফোনে চালাতে পারে, এক্ষেত্রে সেটাকেও অমান্য করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এডিটরস গিল্ড থেকে শুরু করে যেসব সাংবাদিক, সমাজকর্মী মামলা করেছে, তাঁদের অভিযোগ সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ২১ নম্বর ধারায় বর্ণিথ মৌলিক অধিকার পেগাসাস কাণ্ডে হরণ করা হয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগ হিমশৈলের

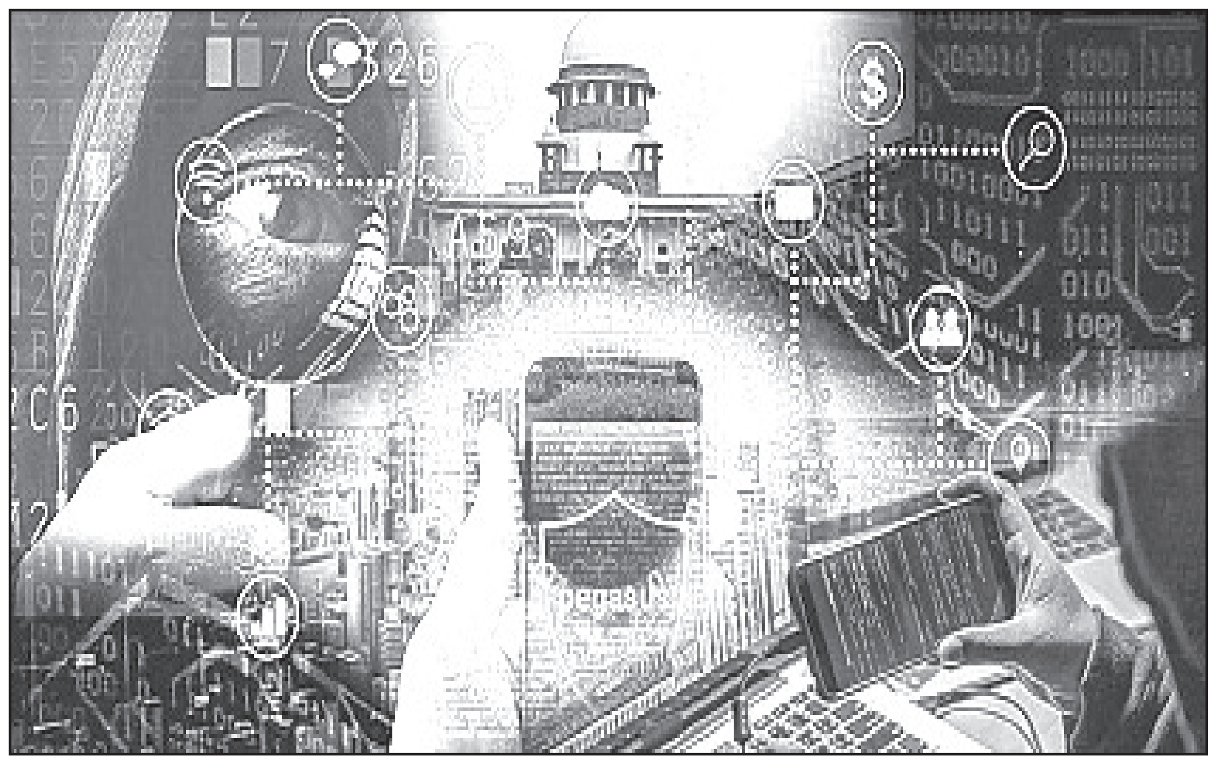

চূড়া মাত্র। পেগাসাস -অভিঘাত আরও গভীরে।
প্রায় একদশক আগে এক্ষেত্রেও সতর্ক করেছিলেন, 'উইকিলিক্‌শ' -এর স্রষ্টা, সাংবাদিক জুলিয়েন অ্যাসাঞ্জ। তিনি বলেছিলেন, 'আমার এক বহুজাতিক স্বৈরতন্ত্রে দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছিয দেশের নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে গিয়ে এই অগ্রগতিকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের মুক্তির সবচেয়ে বড় মাধ্যম ইন্টারনেট আমাদের এই বিপজ্জনক একনায়ক ব্যবস্থার দিকে চালিত করছে।('ফ্রন্টলাইন' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত) একদশক আগে করা অ্যাসাঞ্জের সেই সতর্কতা এখন পেগাসাস কাণ্ডেক মধ্য দিয়ে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে। পেগাসাস কাণ্ডে ওঠা অভিযোগুলি যদি সত্যি হয়, তাহলে ইন্টারনেট আমাদের এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে চালিত করছে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব পরিসর হারাতে চলেছে। গোপনীয়তা, নিজস্বতা—এগুলির আর কোনও অস্তিত্বই আগামী দিনে থাকবে না। সবকিছুই রাষ্ট্রে নজরদারিতে চলে আসবে। যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। অনিবার্যভাবে এই পরিস্থিতি এক। একনায়কতন্ত্রের দিকে আমাদেরঠেলে দেবে।
রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে নাক গলাতে থাকে, তাহলে তো গণতন্ত্র সত্যিই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। পেগাসাস আমাদের সেই বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়েছে। পেগাসাস কাণ্ডে যে তথা এখনও পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্য হলে, সেটা গুরুতর বিষয় বলে মন্তব্য করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, দেশের ৩০০টি ফোন নম্বর পেসাসাসের নজরদারিতে। এই ফোন নম্বরগুলির মধ্যে কারা রয়েছেন? দেশের কিছু সাংবাদিক, কিন্তু রাজনৈতিক নেতা, সিবিআইয়ের প্রাক্তন প্রধান, 'র' এর প্রাক্তন প্রধান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রদান বিচারপতির কয়েকজন ঘনিষ্ঠ, সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন কর্মী ইতাদি। অর্থাৎ, পেগাসাসের মাধ্যমে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলিকে। নজরদারি থেকে বাদ যায়নি। রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা ও সংবাদমাধ্যম। অর্থাৎ পেগাসাস কাণ্ডের অভিযো সত্য হলে, বিদ্ধ হয়েছে আমাদের গণতন্ত্র। ক্ষমতায় ধারাবাহিকভাবে টিকে থাকার জন্যই এই হাতিয়ার, এই চরবৃত্তি। চতুর্দিক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এই চরবৃত্তি, যাতে কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ না করে কোনও স্বর। পরোক্ষে বলতে পারি, ইন্টারনেট একেবারে চ্যালেঞ্জর মুখে দাঁড় করিয়েছে গণতন্ত্রকে।
ইন্টারনেট আবিষ্কারকে চাকা আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। চাকার আবিষ্কারে বদলে গিয়েছিল দুনিয়া। ইন্টারনেট আবিষ্কারও কি সেইভাবে বদলে দিল দুনিয়াকে? আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে ইন্টারনেটের আনা বদলকে বাদ রাখলাম। দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজকর্ম থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক কাজের মুখ বদলে গিয়েছে ইন্টারনেটের দৌলতে। সোশ্যাল মিডিয়া ইমোশনাল জীবনে বিপ্লব ঘটিয়েছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে ইন্টারনেটের প্রভাব এবার পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইন্টারনেট যদি প্রতিটি ব্যক্তিকে এইভাবে রাষ্ট্রে নজরদারিতে এনে গণতন্ত্রের পরিসরকে সংকুচিত করে তোলে, তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে, ৩০০ বছরের গণতন্ত্রের ধারণা বিপন্ন? যে-কথাটা বলেছেন অ্যাসাঞ্জ। ফেসবুক, টুইটারের মাধ্যমে মানুষের গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ জীবন বিঘ্নিত হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নে বিতর্ক চলছে। এবার দেখার, রাষ্ট্র ইন্টারনেটকে হাতিয়ার করে ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় কতটা নামতে পারছে। ফলে পেগাসাস কাণ্ডে উঠে আসা অভিযোগগুলিকে কোনওভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই পেগাসাস কাণ্ডে উঠে আসা অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখার জন্য বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করেছে। দেশের আর কোনও রাজ্য এখনও সেই কাজ করেনি। কিন্তু পেগাসাস কাণ্ডে ওঠা অভিযোগগুলি নিয়ে এক অদ্ভুত এড়িয়ে যাওয়ার খেলায় নেমেছে কেন্দ্রীয় সরকার। পেগাসাস কাণ্ডেজ সত্যতা তারা স্বীকার করছে না। আবার এটাও জোর গলায় কেন্দ্র বলছে না যে, পেগাসাস স্পাইওয়্যার তারা ব্যবহার করেনি। সর্বশে, সংসদে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একলাইনের একটি লিখিত বিবৃত্তিতে বলা হয়েছে, পেগাসাসের নির্মাতা সংস্থা এনএসও-র সঙ্গে তাদের কোনও লেনদেন হয়নি। কিন্তু এতেও সবকিছু খোলসা হয় না। সংসদে এ নিয়ে কেন্দ্রের খোলামনে আলোচনা করা উচিত ছিল। ইন্টারনেট আমাদের জীবনে আশীর্বাদ হোক। কিন্তু যদি তার কোনও অভিশাপের দিক থেকে থাকে তাহলে শুরু থেকেই আমরা যেন সতর্ক হই।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

হিরোশিমা, নাগাসাকির ৭৫ বছর পর

অনুভব বেরা

প্রতি বছর ৬ আর ৯ আগস্ট গোটা বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ এবং পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষেরা সংগঠিতভাবে প্রতিবাদে নামেন। এ বছরও কোভিড অতিমারি আবহে প্রতিবাদ, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বে প্রথম পরমাণু বোমার ব্যবহার হয়েছিল ১৯৪৫ সালের এই দুটো দিনে। এই বোমা ব্যবহার হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের এই দুটো দিনে। এই বোমা ব্যবহারের ফলে জাপানের বিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর ধ্বংস হয়েছিল। লাখো মানুষের মৃত্যু আর কান্নায় ভারী হয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্বের মরমী হৃদয়। শঙর দুটোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে মানবমেধ যজ্ঞের পুরোহিতরা সেদিন তাদের অপরিসীম দম্ভের প্রকাশ ঘটিয়েছিল। যার প্রভাব আজও জাপান সহ বিশ্ব থেকে যায়নি। জাপানে পরমাণু বোমার বীভৎসতা কাঁপিয়ে দেয় আইনস্টাইন সব বহু বিজ্ঞানীর হৃদয়। বোমা পড়ার দশ বছর পরে ১৯৫৫ সালের ১৫ জুলাইন একযোগে বাহান্ন জন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী একটি যৌথ বিবৃত্তি দিলেন বিশ্বজনমতকে পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতন করতে। তাদের মূল আকৃতি ছিল বিশ্বশান্তি। ওই একই সময় তৈরি হয় রাসেল-আইনস্টাইন ঘোষণাপত্র। মৃত্যুর কিছুদিন আগে আইনস্টাইন এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। আবদনপত্রটি রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক বাট্রেন্ড রাসেল। এরই সঙ্গে দাবি উঠেছিল বিশ্বশান্তি ও নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে একটি সম্মেলন করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। ১৯৫৭ সালে জুলাইতে নোভাস্কোটিয়ার পাগওয়াসে হল প্রতম সম্মেলন। এটাই পাগওয়াস সম্মেলন হিসেবে খ্যাত। শান্তি প্রয়াসে নানা উদ্যোগের মধ্যে লাইনাস পাউলিঙের উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তির সপক্ষে এবং নিউক্লিয়বোমার পরীক্ষানিরীক্ষা বন্ধের মূল বার্তাকে রেখে একটি আবেদনপত্র তৈরি করেন পাউলিং। তিনি প্রায় ৪৪টি দেশের ৯২৩৫ জন বিজ্ঞানীর স্বাক্ষর নিয়ে সেই জমা দেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কাছে। দিনটি ছিল ১৯৫৮ সালের ১৫ জানুয়ারি। পরে স্বাক্ষরকৃত বিজ্ঞানীর সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৯ দেশের ১১,০২১ জন। তাদের আবেদনের আরও একটি লক্ষ্য ছিল নিউক্লিয় বোমার পরীক্ষানিরীক্ষা বন্ধে রাষ্ট্রসংঘকে উদ্যোগী করা সার্বিক পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে একটা ধাপ হিসেবে এই উদ্যোগের জন্য শান্তিতে নোবেল পান পাউলিং। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য দরকার ছিল একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। সেইমতো উদ্যোগ নিয়ে ১৯৭০ সালে এনপিটি চালু হয়। ১৯০টি দেশ এই চুক্তিতে সবই করলেও ভারত সহ পাঁচটি দেগশ সই করেনি। একপাশে ছিল সেই চুক্তি। এই চুক্তিতে শুধুমাত্র আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চিনকে পরমাণুশক্তিধর দেশ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এবং এই পাঁচটি দেশ ছাড়া অন্য দেশ চুক্তি অনুযায়ী পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না। এইভাবে নিউক্লিয় শক্তিধর ও নিউক্লিয় শক্তিবিহীন এই দুই ধরনের দেশে বিশ্বের দেশগুলোকে ভাগাভাগি করার এনপিটি কার্যকরী হয়নি। পারমাণবিক অস্ত্রে ওপর যবনিকা টানতে ১৯৯৬ সালে সিটিবিটি। ১৮৫টি দেশ এই চুক্তিতে সই করলেও কিছু দেশ এখনও এই চুক্তিতে সই করেনি। তাই এই আইন এখনও বিশ্বের লাগু হয়নি। সিটিবিটি ঘিরে একগুচ্ছ প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কেউ গোপনে পরীক্ষা করলে তা কি করে প্রমাণ করা হবে? পরীক্ষা বন্ধ করতে কীভাবেই বা বাধ্য করা যাবে চুক্তিতে সামিল কোনো দেশকে? বড় বড় পরমাণু শক্তিধর

দেশগুলোর এখন আর পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের প্রয়োজন নেই। কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধওমেই তারা কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়ে যাবে। তাহলে এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে কি বৃহৎ পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো তাদের অবস্থঅন অটুট রাখতে চাইছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া জরুরি। হিরোশিমা ও নাগাসাকির পর ৭৫ বছর পর হয়ে গেছে। পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো অনড় মনোবাবের জন্য শান্তিসূত্র অধরা। এবং ভিতরে ভিতরে কিছু দেশ নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ে নিত্যনতুন গবেষণায় মত্ত হয়েছে। নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহার নিয়ে মানুষের মধ্যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব আজও বর্তমান। বিজ্ঞানীরাও এই প্রশ্নে দুভাগ। সাধারণত পারমাণবিক শক্তি বা নিউক্লিয়ার এনার্জি পারমাণবিক বিদ্যুৎ তৈরিতে তথা মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বেশ কিছু দেশ সেই কাজে মগ্নও আছে। তবে ২০২১ সালে ফুকোসিমা দুর্ঘটনার পর পারমাণবিক বিদ্যুৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোহভঙ্গ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক গ্লিস প্রভৃতি দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, নির্মাণ করবে না বলে জানিয়েছে। জার্মানি, ইতালি, স্পেন, সুইৎজারল্যান্ড ধাপে ধাপে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কমাবে, এমটাই খবর। ফ্রান্স বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদক দেশ। ২০৩৫ এর মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কমাবে বলে বিবৃত্তি দিয়ে জানিয়েছে। এই অবস্থায় কিছু উগ্র রাষ্ট্রনায়কদের অভিমত, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুরক্ষিত করতে এই শক্তি ইউক্লিয় অস্ত্র রূপেই থাকুক। তাই তারা পারমাণবিক শক্তিকে পারমাণবিক অস্ত্রে রূপান্তরিত করার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কথা বলতে হয়। তারা অন্যান্য পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোকে গবেষণা বন্ধ করতে বলছে অথচ নিজেরা প্রতি বছর ডিক্লিয়ার অস্ত্র তৈরি খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে যাচ্ছে। যেমন তারা ২০২০ -র তুলনায় ২০২১ সালে এই খাতে ১৯ শতাংশ বরাদ্দ বাড়িয়েছে। ২০২১-৩০ দশকে এই বৃদ্ধির হার অনেক বাড়বে বলে মার্কিন প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। বিশিষ্ট লেখিকা ফ্রিডাবেরিগান একটি লেখায় জানিয়েছেন, বর্তমানে পৃথিবীর নয়টি দেশ-ফ্রান্স,চিন, ব্রিটেন, ভারত, পাকিস্তান, ইজরায়েল, উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া, আমেরিকায় পারমাণবিক অস্ত্র মজুত আছে। এই অস্ত্রের পরিমাণ ১৪,৫৭৫-র মতো। এই অস্ত্র সম্ভারে শতকরা ৯২ ভাগ অধিকার করে আছে রাশিয়া ও আমেরিকা। বিষয়টা একবার বুঝুন কি অবস্থা। ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পের টু অ্যাবোলিশ নিউক্লিয়ার উইপনস পরমাণু অস্ত্রবিরোধী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ২০২০ সালের একটি রিপোর্টে বলেছেন, নয়টি পরমাণু অস্ত্র শক্তিধর দেশ নিউক্লিয় অস্ত্র তৈরিনেত মোট ৭২.৬ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। রিপোর্টে বলা কোভিড অতিমারীর সময়েও নিউক্লিয় অস্ত্র হিসেব দিয়েছ, প্রতি সাঁইত্রিশ হাজার ডলার। আগের বছরের তুলনায় ১.৪ বিলিয়ন ডলার বেশি।
এবার একটু আশার কথা বলি। ২০১৭ সালের ৭ জুলাই রাষ্ট্রসংঘ নিউক্লিয় অস্ত্র সংবরণ চুক্তির লিখিত হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ৮৬টি দেশ। সমর্থন করেছে ৫৫টি দেশ। চুক্তির শর্তনুযায়ী থেকে স্বাক্ষরকারী সকল দেশ তার নিয়মাবলি মেনে চলবে এমন কথা। ২০২০ সালের ১২-১৪ জানুয়ারিতে রাষ্ট্রসংঘের আহ্বানে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর প্রথম সভা হবে। এখন দেখার পরমাণু অস্ত্র শক্তিধর দেশগুলো সেখানে কী ভূমিকা পালন করে। তবে যেখানে যাই হোক, সাধারণ মানুষ পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাতে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হিরোশিমা নাগাসাকি আর দেখতে চায় না। তারা চায় নিখিল বিশ্বের শান্তি। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

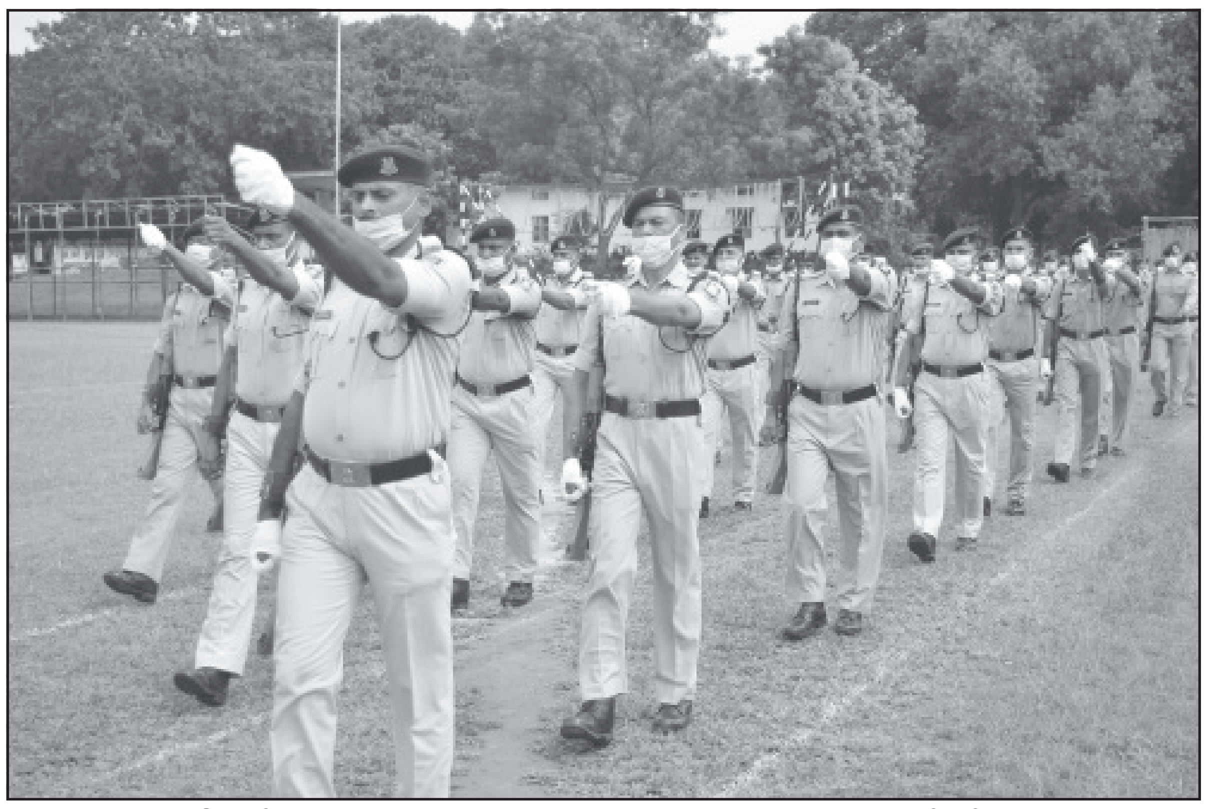

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আসাম রাইফেলস্ ময়দানে প্যারেডের মহড়া চলছে। ছবি ঃ নিজস্ব

এবার ফৈজাবাদ, আরও একটি প্রাদেশিক রাজধানী দখলে নিল তালিবান

কাবুল, ১১ আগস্ট (হি.স.): আফগানিস্তানের আরও একটি প্রাদেশিক রাজধানী নিজেদের দখলে নিল তালিবান। এবার আফগানিস্তানের উত্তরের প্রাদেশিক রাজধানী ফৈজাবাদ নিজেদের দখলে নিয়ে নিল তালিবানরা। বিগত এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে এই নিয়ে আফগানিস্তানের ৮টি প্রাদেশিক রাজধানীতে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করল তালিবানরা।

বুধবার স্থানীয় এমপি জাবিহুল্লাহ আত্তিক জানিয়েছেন, ফৈজাবাদ শহর নিজেদের দখলে নিয়েছে তালিবান। উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আফগানিস্তানে ক্রমেই জোর বাড়াচ্ছে তালিবানরা। বুধবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বাদাখশান প্রদেশের ফৈজাবাদ শহরে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করেছে তালিবানরা। ফৈজাবাদে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর প্রতিবেশী জেলায় চলে যেতে বাধ্য হয় সরকারি বাহিনী।

গুরেজ সেক্টরে জঙ্গিদের ডেরার হদিশ, প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

শ্রীনগর, ১১ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার গুরেজ সেক্টরে সন্ত্রাসবাদীদের গোপন আস্তানার সন্ধান পেল সুরক্ষা বাহিনী। গুরেজ সেক্টরের তারবাল গ্রামে গোপন ডেরা তৈরি করেছিল জঙ্গিরা। বুধবার ওই ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে একে-৪৭ রাইফেল, পিস্তল ও ১৬টি গ্রেনেড।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বান্দিপোরা জেলার গুরেজ সেক্টরের তারবাল গ্রামে যৌথ অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। তারবাল গ্রামে জঙ্গিদের গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনটি একে-৪৭ রাইফেল, থেকে-৪৭ রাইফেলের ৩৫৮টি গুলি, ১২টি একে রাইফেল ম্যাগাজিন, দু''টি পিস্তল, চারটি পিস্তলের ম্যাগাজিন ও ১৬টি গ্রেনেড।

গোয়ায় নির্দিষ্ট সময়েই হবে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে নয় : প্রমোদ সাওয়ান্ত

পানাজি, ১১ আগস্ট (হি.স.): উপকূল রাজ্যে নির্ধারিত সময়ের আগে বিধানসভা নির্বাচন হওয়া নিয়ে যে গুঞ্জন চলছে, তা খন্ডন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। বুধবার গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, গোয়ায় নির্দিষ্ট সময়েই হবে বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি শাসিত গোয়ায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক প্রচার, ফলে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে গোয়ায় বিধানসভা ভোট হতে পারে সময়ের আগেই।

কিন্তু, বুধবার পানাজিতে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে জানালেন, সময়ের আগে ভোট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতেই হবে ভোট, তার আগে নয়। উল্লেখ্য, ৪০-আসন বিশিষ্ট গোয়া বিধানসভায় বিজেপির মোট ২৭ জন বিধায়ক রয়েছেন, কংগ্রেসের ৫ জন বিধায়ক, গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির ৩ জন বিধায়ক, মহারাষ্ট্রওয়াড়ি গোমন্তক পার্টির একজন বিধায়ক ও এনসিপি-র একজন বিধায়ক, নির্দল বিধায়ক ৩ জন।

৮১ বেড়ে পাকিস্তানে করোনায় মৃত ২৪,০৮৫, সক্রিয় রোগী ৮৪,১৭৭

ইসলামাবাদ, ১১ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে ফের অনেকটাই বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, পাকিস্তানে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা এবার ৫ হাজার ছুঁইছুঁই। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৮৫৬ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৮১ জনের। পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৪,০৮৫ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৮০,৩৬০ জন। পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ৭২ হাজার ০৯৮ জন। বুধবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৮৫৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮১ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৮০,৩৬০। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৪,১৭৭। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৭.৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

বাগনান কান্ডের প্রতিবাদে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাংসদদের প্রতিবাদ

বাগনান, ১১ আগস্ট (হি. স.) : হাওড়ার বাগনানে বিজেপি কার্যকর্তার স্ত্রীর উপর 'তৃণমূল সদস্যদের পাশবিক গণধর্ষণের প্রতিবাদে' সংসদ ভবনে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাংসদরা বুধবার প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করলেন।

এর পর এ দিন দলের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ দিলীপ ঘোষ ওই বিক্ষোভের একগুচ্ছ ছবি-সহ টুইটে লেখেন, "বাংলায় ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে। আজ, পশ্চিমবঙ্গের সাংসদরা ধর্ষকের জন্য উল্লেখযোগ্য শাস্তির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের বিচারের দাবিতে সংসদে গান্ধীমূর্তির সামনে বিক্ষোভ করছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দিলীপবাবুর হাতের পোস্টারে লেখা, "কন্যাশ্রী চাই না, নারী সুরক্ষা চাই।" প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীর হাতের পোস্টারে লেখা, "গণধর্ষণের শিকার হওয়া মহিলার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতেও ব্যর্থ প্রশাসন! কেন! তিনি বিজেপি বলে?" রূপা গাঙ্গুলির হাতের পোস্টারে লেখা, "বিজেপি সমর্থকের স্ত্রীকে গণধর্ষণ হতে হলো তৃণমূলী কর্মীদের হাতে! মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে কোথায় বাংলার মেয়েদের সুরক্ষা?" অপর এক বিক্ষোভকারীর পোস্টারে লেখা, "বাগনানে ৩৪ বছর বয়সী বিজেপি সমর্থকের স্ত্রী গণধর্ষণের শিকার! এটাও কি ছোট্ট ঘটনা মমতা ব্যানার্জী?"

সদনে স্লোগান দেওয়া সংসদীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী : ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): বিরোধীদের বিক্ষোভ, হাঙ্গামার মধ্যে প্রত্যাশা মতো কাজ হয়নি লোকসভায়। তাই নির্ধারিত সময়ের আগেই লোকসভায় শেষ হয়ে গেল বাদল অধিবেশন। আগামী ১৩ আগস্ট, শুক্রবার সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা ছিল। লোকসভায় এবারের বাদল অধিবেশনে যে পরিমানে হইহট্টগোল হয়েছে, তাতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন স্পিকার ওম বিড়লা। তিনি বলেছেন, 'প্রত্যাশা মতো কাজ হয়নি সদনে, এজন্য আমি ব্যথিত। অবিরাম বিঘ্নিত হয়েছে অধিবেশন। সমাধান করা হয়নি। বিগত দু''বছর ভীষণ ফলপ্রসূ ছিল। গভীর রাত পর্যন্ত চলেছিল অধিবেশন, কোভিড পরিস্থিতিতেও সাংসদরা নিজেদের অবদান রেখেছিলেন।'

স্পিকার ওম বিড়লা এদিন আরও বলেছেন, 'সাংসদরা সদনের মর্যাদা বজায় রাখবেন, আমি সর্বদা এই আশাই রাখি। সদনে বিতর্ক, সমঝোতা, মতবিরোধ হয়েছে, কিন্তু মর্যাদা হ্রাস পায়নি কখনও। আমি সমস্ত সাংসদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, সংসদের মর্যাদা বজায় রেখে ও ঐতিহ্য মতো চলতে দেওয়া হোক সংসদ। স্লোগান দেওয়া ও ব্যানার তোলা আমাদের সংসদীয় ঐতিহ্যের অংশ নয়। নিজেদের আসনে থেকেই মত প্রকাশ করতে হবে।' স্পিকার ওম বিড়লা আরও বলেছেন, 'মাত্র ৭৪ ঘন্টা ও ৪৬ মিনিট লোকসভায় কাজ হয়েছে। ওবিসি বিল-সহ মোট ২০টি বিল পাশ হয়েছে। সদনে নিজেদের অবদান রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও সমস্ত দলের নেতাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

সংক্রমণ বেড়ে ৩৫-হাজারের উর্ধ্বে, ব্রাজিলে করোনায় ১,১৮৩ জনের মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ১১ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা ফের বাড়ল, অনেকটাই বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,১৮৩ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৯০ জন করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫ হাজার ২৪৫ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,২১৩,৩৮৮ জন।

আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা উভয়ই বেড়েছে। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৯,০২২,৭২৪ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬,২৫,৭৭৪ জন। তাঁদের মধ্যে ৬,১৭,৪৫৬ জনের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ নয় এবং ৮,৩১৮ জনের অবস্থা গুরুতর।

মধ্যাহ্ন-ভোজন ও শৌচালয় নির্মাণের অর্থ লোপাট, গ্রেফতার বঙাইগাঁওয়ের প্রধানশিক্ষক

বঙাইগাঁও (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : মধ্যাহ্ন ভোজন এবং শৌচালয় নির্মাণের জন্য প্রদত্ত অর্থ তছরুপের অভিযোগে এবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন বঙাইগাঁও জেলার একটি স্কুলের প্রধানশিক্ষক। তিনি বঙাইগাঁও জেলার অন্তর্গত উত্তর শালমারা মহকুমার সন্তোষপুর এমভি স্কুলের প্রধানশিক্ষক বছর ৫৬-এর আজগর আলি। জানা গেছে, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্ন ভোজন এবং শৌচালয় নির্মাণের জন্য প্রদত্ত সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছেন প্রধানশিক্ষক আগজর আলি। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে প্রধানশিক্ষক আজগরের বিরুদ্ধে বঙাইগাঁওয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক নবজ্যোতি ওজা জেলার মেরেরচর থানায় কয়েক দিন আগে এক মামলা দায়ের করেছিলেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০/৪০৯ নম্বর ধারায় ৮৯/২১ নম্বরে মামলা রুজু হয় তাঁর বিরুদ্ধে। মামলার খবর পেয়ে বেশ কয়েকদিন পলাতক ছিলেন বঙাইগাঁও জেলার অন্তর্গত কোকিলা মাজপাড়ার বাসিন্দা প্রধানশিক্ষক আলি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বঙাইগাঁও জেলা পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রধানশিক্ষক আগজর আলিকে নলবাড়ি জেলার মুকালমোয়ার ১ নম্বর কাপলাবাড়ির বাসিন্দা জনৈক আবুল বাশেরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

উত্তর প্রদেশে জীপ-বাইকের সংঘর্ষ, দু''টি শিশু-সহ মৃত ৫

সম্ভল (উত্তর প্রদেশ), ১১ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলায় মোটরবাইক ও জিপের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। মৃতদের মধ্যে দু''টি শিশুও রয়েছে। বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সম্ভল জেলার গুন্নাউর থানার অন্তর্গত কাদারাবাদ গ্রামের কাছে। নিহতদের নাম-রামনিবাস (৫০), অনিকেত (৫), আরকে (৩), বিপনেশ (২৩) ও প্রীতি (২১)। এসপি চক্রেশ মিশ্র জানিয়েছেন, বুধবার গুন্নাউর থানার অন্তর্গত কাদারাবাদ গ্রামের কাছে একটি মোটরবাইক ও জীপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রামনিবাস, অনিকেত, আরকে-র। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় বিপনেশ ও প্রীতির। পুলিশ জানিয়েছে, একটি বাইকে মোট ৫ জন ছিলেন। কারও মাথায় হেলমেট ছিল না বলে জানা গিয়েছে।

ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যুদিনে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : বুধবার ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যুদিনে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পোস্টে ক্ষুদিরামের ছবিতে লেখা রয়েছে 'প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রমাণ'। সেই সঙ্গে রয়েছে সেই অমর গান যা ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে বাঙালি মননের সঙ্গে- 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী'। প্রসঙ্গত, ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়েছিল। প্রফুল্ল চাকির সঙ্গে মিলে ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করলেও শেষ পর্যন্ত গাড়ি চিনতে ভুল করায় নিজেদের পরিকল্পনায় সফল হননি কিশোর ক্ষুদিরাম। তাঁর ছোঁড়া বোমায় মৃত্যু হয় মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যার। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেও ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হয়েছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর ফাঁসি আজও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

বেনাপোলে সন্ধ্যার পর পচনশীল পণ্য শুল্কায়ন বন্ধ, বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা

মনির হোসেন,ঢাকা,১১ আগষ্ট।। হঠাৎ করে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানিকৃত পচনশীল পণ্যের শুল্কায়ন কার্যক্রম সন্ধ্যা ৬টার পর বন্ধ করে দিয়েছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। এতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ ব্যবসায়ীরা। দিনের মধ্যে তারা পণ্য খালাস নিতে না পারায় প্রচণ্ড গরমে অধিকাংশ পণ্য পচে নষ্ট হচ্ছে। তবে কর্তৃপক্ষ বলছে, সন্ধ্যার পর পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে কিছু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, মাঝে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে ফল জাতীয় খাদ্যদ্রব্য আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। তবে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল জাতীয় পণ্যের আমদানি বেড়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ট্রাক বিভিন্ন ধরনের ফল ও খাদ্য দ্রব্য জাতীয় পচনশীল পণ্য আমদানি হয়ে থাকে। প্রতিদিন এ আমদানি পণ্য থেকে সরকারের ২ থেকে ৩ কোটি টাকা রাজস্ব আসে। তবে সম্প্রতি এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের শুল্ক ফাঁকির কারসাজিতে সরকার যেমন রাজস্ব হারাচ্ছে তেমনি তাদের কারণে সাধারণ ব্যবসায়ীরা পড়ছেন বিপাকে।

আমদানিকারকের প্রতিনিধি রয়েল জানান, আগে তারা গভীর রাত পর্যন্ত পণ্য খালাস নিতে পারতেন। তবে বর্তমানে সন্ধ্যার পর পচনশীল জাতীয় কোনো কাঁচামাল খালাস নিতে পারছেন না। এতে তারা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। পণ্য আটকে থেকে গরমের মধ্যে পচে নষ্ট হচ্ছে। সৎ ব্যবসায়ীদের বৈধ সুবিধা বাস্তবায়ন করতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান এই ব্যবসায়ী।

বেনাপোল বন্দরের ৩১ নম্বর ট্রানশিপমেন্ট ইয়ার্ডের ট্রাফিক পরিদর্শক পলাশ জানান, বেনাপোল বন্দরে মঙ্গলবার (১০ আগস্ট) ভারত থেকে ২২ ট্রাক খাদ্যদ্রব্য জাতীয় পচনশীল পণ্য আমদানি হয়েছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে মাছ, টমেটো, কাঁচামরিচ, আঙুর, ক্যাপসিকামসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য। তবে কাস্টমসে বিধি নিষেধের কারণে সন্ধ্যার পর ব্যবসায়ীরা অনেক পণ্য খালাস নিতে পারেননি।

বেনাপোল কাস্টম হাউসের অতিরিক্ত কমিশনার ড় নেয়ামুল ইসলাম জানান, সন্ধ্যার পর কাঁচামাল জাতীয় পণ্য ছাড়করণের ক্ষেত্রে কিছু ব্যবসায়ী অনিয়ম করে শুল্ক ফাঁকির চেষ্টা করে থাকেন। রয়েল এন্টারপ্রাইজ ও আলেয়া এন্টারপ্রাইজের কাছে প্রায় তিন কোটি টাকা রাজস্ব বকেয়া রয়েছে। তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে না। ফলে নিরাপত্তার স্বার্থে সন্ধ্যা ৬টার পর আপাতত শুল্কায়ন কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রতিদিন বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে ৪০-৫০ ট্রাক খাদ্যদ্রব্য ও ফল জাতীয় পণ্য আমদানি হয়ে থাকে। যা থেকে সরকারের ২ থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত রাজস্ব আসে। রোববার মঙ্গলবার (১০ আগস্ট) থেকে এ পথে সন্ধ্যা ৬টার পর ফল জাতীয় পণ্য শুল্কায়ন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

ভারতের ৭০ মেট্রিক টন কাঁচা মরিচ গেলো বাংলাদেশে

মনির হোসেন,ঢাকা,১১ আগষ্ট।। বাংলাদেশের বাজারে দাম বেড়ে যাওয়ায় ভারত থেকে কাঁচামরিচ আমদানি শুরু হয়েছে। বেনাপোল বন্দরে দিয়ে মঙ্গলবার ভারতের ৭০ মেট্রিক টন কাঁচা মরিচ গেলো বাংলাদেশে।

বেনাপোল কাস্টমস হাউজের অতিরিক্ত কমিশনার ড় নেয়ামুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভারত থেকে ১২ ট্রাক কাঁচা মরিচ এসেছে। রাজস্ব আদায় সাপেক্ষে উচ্চ পচনশীল পণ্য হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আমদানিকৃত কাঁচা মরিচ দ্রুত খালাসের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মেসার্স জোবায়ের এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স উৎস এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স গাজী এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স রসদ এন্টারপ্রাইজ নামে চার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ১২ ট্রাকে ৭০ মেট্রিক টন কাঁচা মরিচ আমদানি করে।

কাঁচা মরিচ আমদানির খবরে বেনাপোলসহ যশোরের বিভিন্ন বাজারে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচের মূল্য কেজিতে ২০ থেকে ৩০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে। বেনাপোল বাজারের কাঁচামাল ব্যবসায়ী রাশেদ আলী জানান, বর্তমানে দেশীয় কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে ১৩০ থেকে ১৪০ টাকায়। খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা দরে।

বেনাপোল সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সুজন জানান, দেশে অতিবৃষ্টির কারণে কাঁচামরিচের বীজতলা নষ্ট হয়েছে। এজন্য দেশের বাজারে কাঁচামরিচের দাম বেড়েছে।

বেনাপোল উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধের উপসহকারী কর্মকর্তা হেমন্ত কুমার বলেন,দেশীয় বাজারে মূল্য বৃদ্ধি ও সংকটের কারণে ব্যবসায়ীরা কাঁচামরিচ আমদানি শুরু করেছে। চারটি আমদানি কারক প্রতিষ্ঠান ৭০ মেট্রিক টন কাঁচামরিচ আমদানি করেছে। রাজস্ব পরিশোধ করে ও সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে মরিচের চালানগুলো রাতেই বেনাপোল বন্দর ছেড়ে চলে গেছে বলেও জানান তিনি।

নির্ভয় ক্ষেপণাস্ত্রের উতক্ষেপণ, দেশে তৈরি ইঞ্জিন সফল, জানাল ডিআরডিও

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : বুধবার ওড়িশার চাঁদিপুর থেকে উতক্ষেপণ করা হল "নির্ভয়" ক্রুজ মিসাইল। ২০২০ সালের অক্টোবরে ওই মিসাইলের উতক্ষেপণ ব্যর্থ হয়। এবারের উতক্ষেপণ আংশিক সফল হয়েছে। এদিন সকাল ন''টা বেজে ৫৫ মিনিটে ওই সাব সোনিক ক্রুজ মিসাইল উতক্ষেপণ করা হয়। তা ১৫ মিনিটে ১০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে। ডিআরডিও সূত্রে জানা যায়, ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য দেশীয় প্রযুক্তিতে যে ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছিল, তা ভাল কাজ করেছে। কিন্তু ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ঠিকমতো কাজ করেনি। সম্ভবত কন্টোলারের তরফে কোনও ভুল হয়েছিল। নির্ভয় হল এক ধরনের টু স্টেজ মিসাইল। তাতে প্রথমে সলিড ফুয়েল ও পরে লিকুইড ফুয়েল প্রয়োজন হয়। ওই মিসাইল ৩০০ কিলোগ্রাম ওজনের ওয়ারহেড বহন করতে পারে। ১৫০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারে সেই ক্ষেপণাস্ত্র। সমুদ্র, জাহাজ এবং মোবাইল লঞ্চার থেকে ওই ক্ষেপণাস্ত্র উতক্ষেপণ করা যায়। আরও তিনদফা পরীক্ষার পরে ওই ক্ষেপণাস্ত্র সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। সম্ভবত পূর্ব লাদাখে চিন সীমান্ত বরাবর তৈরি রাখা হবে নির্ভয় ক্ষেপণাস্ত্র। পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চিন ও ভারতীয় সেনার মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রায় ১৫ মাস পরে গোগরা ও হট স্প্রিং এলাকা থেকে সেনা সরাতে (ডিসএনগেজমেন্ট) রাজি হয়েছে চিন।

ভারতীয় সেনা সূত্রে খবর, এবার গোগরা থেক পুরোপুরি ছাউনি তুলে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে চিনের লাল ফৌজ। চলতি মাসের শুরুতে চুসুল-মলডোতে প্রায় ন''ঘণ্টা ধরে দুই দেশের সেনা কম্যান্ডার পর্যায়ে বৈঠক চলে। মূলত দু''দেশের সীমান্তে হট স্প্রিং ও গোগরা এলাকায় সেনা সরানো নিয়ে সেই বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। দু''দেশের মধ্যে এই দ্বাদশতম বৈঠকে ভারতের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলে লে-তে অবস্থিত ১৪ কোরের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি জি কে মেনন ও বিদেশ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব (পূর্ব এশিয়া) নবীন শ্রীবাস্তব। উল্টো দিকে চিনের প্রতিনিধিত্ব করেন সে দেশের সেনার ওয়েস্টার্ন থিয়েটারের কম্যান্ডার জিউ কিউলিং। এই বৈঠকের পরেও চিন সেনা সরাতে রাজি হবে কিনা সে নিয়ে সংশয় ছিল। ভারতের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আগে গোগরা ও হট স্প্রিং এলাকা থেকে সেনা সরাতে হবে চিনকে, তবেই পরবর্তী পদক্ষেপ করবে ভারত।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৭০০

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও করোনা হানায় নাজেহাল রাজ্যবাসী। এরই মাঝে সামান্য বাড়ালো আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৭০০ জন। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৭০০ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৩৫,৬৯৯। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,২৫৮। অপরদিকে একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৭৪৬। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,৫৭,২৭৮। যার জেরে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.১৫ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৭,১১। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লকের করণিক মানব রায় দীর্ঘদিন গরহাজির অফিসে, আধিপত্য অবসরপ্রাপ্ত পিওনের, দাবি করেন উৎকোচ, নালিশ

নিলামবাজার (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জ খন্ড উন্নয়ন কার্যালয়ের একাংশ কর্মীর লাগাতার অনুপসিততে জনভোগান্তি চরমে উঠেছে। কার্যালয়ের করণিক মানব রায় অফিসে পা মাড়ান না। তাঁর দায়িত্ব সামলান কার্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত পিওন আতাউর রহমান লস্কর। পিওন অনৈতিক ভাবে অফিসে বিভিন্ন কাজের জন্য আগত সাধারণ জনগণের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে তাঁদের কাছ থেকে উৎকোচ আদায় করে থাকেন, অভিযোগ বিস্তর। আরও অভিযোগ, দাবি মতো উৎকোচ না দিলে পিওন আতাউর নাকি নানাভাবে দুর্ব্যবহার করেন। এ-নিয়ে অভিযোগ গড়িয়েছে করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সিইও অমলেন্দু রায়ের কাছে।

ট্রেড লাইসেন্স, সরকারি বাজার, ফিশারি ইত্যাদির লাইসেন্স নবীকরণ এবং টাকা আত্মসাৎ করা সহ খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয়ের অধীনস্থ একাধিক ফিশারি ও কোয়ার্টারে অবৈধ দখলধারী চালানোর অভিযোগ উঠছে অবসরপ্রাপ্ত পিওন আতাউরের বিরুদ্ধে। কার্যালয়ের কর্মচারীদের উপসিতি রেজিস্টারেও ওই পিওন স্বাক্ষর করার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। অনতিবিলম্বে কার্যালয় থেকে অবসরপ্রাপ্ত পিওন আতাউরের আধিপত্যে লাগাম টানার পাশাপাশি ফাঁকিবাজ করণিক মানব রায়ের বিরুদ্ধে বিহীত ব্যবসা গ্রহণ করা না হলে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে বরাক ওর্গানাইজেশন নামের এনজিও। ভুক্তভোগী জনগণও এই এনজিওর পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লকের করণিক মানব রায় ও অবসরপ্রাপ্ত পিওন আতাউর রহমান লস্করের বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতি ও বেআইনি কাজকর্মের বিস্তর অভিযোগের লিখিত নালিশ জমা পড়েছে সিইও অমলেন্দু রায়ের কাছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বরাক ওর্গানাইজেশন কর্তৃক দাখিলকৃত নালিশপত্রে স্বাক্ষর করেছেন একাধিক সামাজিক সংগঠন ও ভুক্তভোগী জনতা।

অভিযোগ, কার্যালয়ের করণিক মানব রায় দীর্ঘদিন ধরে অফিসে অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে করণিকের দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত পিওন আতাউর রহমান লস্কর। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও করণিকের লাগাতার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কার্যালয়কে রীতিমতো দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছেন পিওন আতাউর রহমান লস্কর। চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগ তুলেছেন বরাক এনজিওর সভাপতি মানই মিয়াঁ, সাধারণ সম্পাদক পাখি মিয়াঁ তাপাদার, লালপুল আঞ্চলিক ক্লাবের সভাপতি এ হান্নান, রুবিনা আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর সভানেত্রী রেজিয়া বেগম, আব্দুল হক, সুমন দেব, ময়নুল হক, সত্যজিৎ নমঃশুদ্র, রাজু রায়, প্রতিমা বিশ্বাস, ময়নুল হক সহ শতাধিক ভুক্তভোগী।

জেলা পরিষদের সিইওর কাছে দাখিলকৃত লিখিত নালিশপত্রে তাঁরা উল্লেখ করেন, অবসরপ্রাপ্ত পিওন সরকারি কোয়ার্টার সহ সরকারি ফিশারিকে অবৈধ জবরদখল করে রেখেছেন। বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধার তালিকায় নাম তুলে দেওয়ার নাম করে উৎকোচ আদায় করে থাকেন বলেও আতাউরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাঁরা। কোনও জরুরি কাজে ব্লকে যাওয়ার পর কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে উৎকোচ চেয়ে বসেন অবসরপ্রাপ্ত এই কর্মচারী। উৎকোচ না দিলে নাকি নানা রকম দুর্ব্যবহার করে থাকেন তিনি। বিশেষ করে খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয়ের অধীনস্থ ট্রেড লাইসেন্সগুলো নবীকরণ, ফিশারি লিজের টাকা নিয়ে বিতর্কিত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আতাউরকে দিয়ে রীতিমতো লুণ্ঠন চালাচ্ছেন করণিক মানব রায়। করণিক অফিসে পা মাড়ান না। কিন্তু যখন করণিককে জনগণের একান্ত প্রয়োজন, তখন বিতর্কিত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আতাউর কাজ করিয়ে দেওয়ার নামে উৎকোচ আদায় করে থাকেন। করণিক মানব রায় অনৈতিকভাবে আতাউরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে ব্লক অফিসকে দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত করেছেন বলেও বরাক এনজিওর কর্মকর্তারা অভিযোগ তুলেছেন।

অবসরপ্রাপ্ত এক পিওন কীভাবে কার্যালয়ে আধিপত্য বিস্তার করছেন? এই প্রশ্ন তুলে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে দায়ী করে এনজিওর কর্মকর্তারা তীব্র ক্ষোভ ঝেড়েছেন। জানা গেছে, বিতর্কিত অবসরপ্রাপ্ত এই পিওন প্রায় পাঁচ বছর আগে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রহস্যজনক ভাবে নিয়মিত অফিসে উপসিত থাকার পাশাপাশি কার্যালয়ের উপসিতির রেজিস্টারেও অন্যান্য কর্মচারীদের মতো তিনিও নিয়মিতভাবে স্বাক্ষর করে আসছেন। এ-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্যে এনে অনতিবিলম্বে বিতর্কিত অবসরপ্রাপ্ত এই কর্মচারীর অবৈধ আধিপত্যে লাগাম টানার পাশাপাশি করণিক মানব রায়ের বিরুদ্ধে বিহীত ব্যবসা গ্রহণ করার জন্য জেলা পরিষদের সিইওর কাছে দাবি জানান বরাক এনজিওর কর্মকর্তা সহ ভুক্তভোগী জনগণ। অন্যথায় আইনি সহায়তা নিতে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন বলেও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

করোনা আক্রান্তের ডায়েট কেমন হওয়া উচিত

সতর্ক না থাকলে ফল হতে পারে মারাত্বক। করোনা আক্রান্ত হওয়ার সময় ও সেরে ওঠার পরেও পুষ্টি রোগীর জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টি সম্বৃদ্ধ খাবার দেহের রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমকে ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে। মনে রাখতে হবে যে সব করোনা রোগীর মৃদু উপসগ থাকে তারা হয়তো দ্রুত সুস্থ হয়ে যান। কিন্তু তার পরবর্তী কালে সতর্ক না থাকলে ফল হতে পারে মারাত্বক। তাই সুস্থ হয়ে ওঠার পরও শরীরে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থের পরিপূর্ণ যোগান প্রয়োজন। কারণ সুস্থ হওয়ার পর শারীরিক সিস্টেমে যে ঘাটতি তৈরী হয়ে, এই উপাদান গুলি পুনরায় সেটা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি চলে যায়। এটি অন্যতম একটি প্রধান লক্ষণ । এর ফলে আমাদের খিদের ওপর প্রভাব পড়ে। প্রয়োজনীয় ও পরিমান মতো খাদ্য রোগী গ্রহণ করতে পারে না যার ফলে দেখা দেয় শারীরিক দুর্বলতা। তাই এই সময়ে যেটুকু খাবার খাওয়া সম্ভব সেই খাবার যেনো হয় স্বাস্থ্যগুনে সম্পন্ন ও পুষ্টিকর।

ঘুম থেকে ওঠার পর দিনের শুরুতেই অ্যান্টিঅক্সিডন্ট সমৃদ্ধ , রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার খাওয়া প্রয়োজন। কোভিড রোগে চলাকালীন দিনের শুরুতে রসুন, ৩০ মিলি লিটার আমলকি ও অ্যালোভেরা জুস, জিরা ও জোয়ান ভেজানো জল বা মেথি ভেজানো জল বা দারচিনি ভেজানো জল খাওয়া যেতে পারে। এরপর সকালে ৫ টি আমন্ড, ২ টি আখরোট, ১ টি খেজুর খাওয়া যায়, এর সঙ্গে একটু মরসুমি ফল খেলে আরও ভালো। ব্রেকফাস্টে আমন্ড মিল্কের সাথে ওটস মিল খেতে পারেন, চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করুন গুড়। সঙ্গে খেতে পারেন কয়েকটি ডিমের সাদা অংশ। শরীরকে ঠান্ডা ও হাইড্রেটেড রাখার জন্য খেতে পারেন ডাবের জলও।

লাঞ্চে এনার্জির জন্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার প্রয়োজন। লাঞ্চে ব্রাউন রাইস, মিষ্টি আলু , গমের রুটি খাওয়া চলতে পারে। প্রোটিনের জন্য কলাইয়ের ডাল, মাংস, মাছ খাওয়া যেতে পারে। এর থেকে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডও পাওয়া যায়। দু এক রকমের ফাইবার , ভিটামিন, মিনারেল সমৃদ্ধ মরসুমি সবজি ডায়েটে রাখতে। লাঞ্চ ও ডিনারের মাঝখানে ভিটামিন সি সম্বৃদ্ধ ফল যেমন কমলালেবু, আঙ্গুর, কিউই খাওয়া যেতে পারে। এর পাশাপশি হলুদ দেওয়া দুধ, আদা চা, বা গ্রীন টি খাওয়া যেতে পারে।

ডিনারে হাই প্রোটিন সম্বৃদ্ধ খাবার খাওয়া দরকার। বোন ব্রথ সুপ, ডিম, গ্রিলড ফিশ, ব্রকলি, সবজি ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। ঘুমানোর কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা আগে ডিনার সেরে ফেলতে হবে। এবং এই সময়ে প্যাকেটজাত খাবার, প্রিজার্ভড ফুড, ভাজাভুজি সম্বৃদ্ধ খাবার, কুকিজ, ক্যাফিন, জাঙ্ক ফুড, অ্যালকোহল, ও ধূমপান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

লেবু ও মধু জলের স্বাস্থ্য উপকারীতা

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেশ জনপ্রিয় একটি উপাদান হচ্ছে লেবু ও মধু জল। অনেকেই মনে করে সকালে খালি পেটে লেবু মধু জল খেলে তা বিপাকক্রিয়া বাড়িয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করে। আসলেও তাই। লেবু ও মধুর মধ্যে রয়েছে নিরাময়কারী চমতকার কিছু উপাদান। আর এটি প্রস্তুত করতে খুব বেশি ঝামেলাও পোহাতে হয় না। লেবু ও মধু একত্রে খাওয়ার কিছু গুণের কথা থাকছে আমাদের আজকের আয়োজনে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এই পানীয়টি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ঠান্ডা কাশির সময় এই পানীয়টি পান করতে পারেন। ব্রণ কমাতে সাহায্য করে প্রতিদিন সকালে লেবু ও মধুর মিশ্রণ পান ব্রণ কমাতে সাহায্য করে। দুই থেকে তিন সপ্তাহ এটি পান করলে ত্বক অনেক পরিষ্কার হয়। শরীর পরিশোধিত করে লেবু ও মধুর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী পরিশোষধীকরণ উপাদান। প্রতিদিন সকালে এটি পান শরীরের বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে কাজ করে। শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যা দূর করে এক গ্লাস হালকা গরম জলের সঙ্গে এক চা-চামচ মধু ও দুই চা-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে ঘন কফ ও শ্লেষ্মা খুব সহজেই শিথিল হয়ে বের হয়ে আসবে। তাছাড়া এই পানীয় নাক সংক্রান্ত যেকোন সমস্যা তাতক্ষণিকভাবে উপশম করতে সাহায্য করে গলাব্যথা কমায় মধুর মধ্যে থাকা প্রদাহরোধী ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদানের কারণে এটি গলাব্যথা কমাতে উপকারী। হজম নালী ঠিক রাখতে এক গ্লাস জলের সঙ্গে এক চা-চামচ মধু ও দুই চা-চামচ তাজা লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে আলসার, উচ্চমাত্রার অ্যাসিডিটি ও বদহজম জনিত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া পানীয়টি ত্বকের পিএইচ লেভেল স্বাভাবিক রাখতে এবং যকৃতের বিষাক্ত পদার্থ দূর করতেও সহায়তা করে। বিষাক্ত পদার্থ দূর করে লেবুপানি ও মধু একত্রে খাওয়া শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। মধুর মধ্যে থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান এবং লেবুর সাইট্রিক এসিড শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে উপকারী।

ফুসফুসের জন্য উপকারী খাবার

কিছু খাবার রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ফুসফুস সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।কোভিড-১৯'য়ের কারণে ফুসফুস আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ফুসফুসের সুস্থতার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ফুসফুস সুস্থ রাখতে সহায়তা করে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। হলুদ: নিয়মিত হলুদ খাওয়া শ্বাসযন্ত্রে বাতাস চলাচল সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে। এতে আছে কারকিউমিন যা ফুসফুস প্রাকৃতিকভাবে পরিষ্কার করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। হলুদ কাঁচা বা গুঁড়া করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে রোগ বালাই দূরে থাকে। গ্রিন টি: শ্বাসযন্ত্র সুস্থ রাখতে গ্রিন টি বেশ কার্যকর। এটা উপকারী পলিফেনল সমৃদ্ধ। এছাড়াও এর প্রদাহনাশক উপাদান ফুসসসের প্রদাহ কমায়। শ্বাসযন্ত্রের নানান সমস্যার মধ্যে ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও এম্ফেসিমা অন্যতম। এম্ফেসিমার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা বা 'শর্ট বেথ' দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা যায়, দৈনিক দুই কাপ গ্রিন টি খাওয়া এই ধরনের সমস্যার ঝুঁকি কমায়।পুদিনার চা: এর রয়েছে নানা ঔষুধি গুণ। গরম পুদিনার চা মিউকাস, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করে। পুদিনার চা ফুসফুসের সংক্রমণ এবং নিউমোনিয়ার কারণে জমে থাকা শ্লেষ্মা, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করতে পারে। আদা: ঠাণ্ডা ও কাশির ঘরোয়া সমাধান। এর প্রদাহরোধী উপাদান শ্বাসযন্ত্র থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে। এতে রয়েছে ভিটামিন ও নানা রকম খনিজ- পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বিটা-ক্যারটিন ও জিংক। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে আদা ফুসফুসের ক্যান্সারের কোষ দূর করতে সাহায্য করতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মৌসুমি ঠাণ্ডা ও সংক্রমণ দূর করতে আদার চা বিশেষ উপকারী।রসুন: রসুনে রয়েছে অ্যালিসিন, যা শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান সমৃদ্ধ। এটা শ্বাসপ্রশ্বাসের সংক্রমণ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে এবং ফুসফুসের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দূর করে। এছাড়াও এটা প্রদাহ কমায় এবং হাঁপানি ও ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

পালটে গিয়েছে করোনার চরিত্র টেস্টেও ধরা পড়ছে না মারণ ভাইরাস

বহুরূপী, না জাদুকর? প্লাস্টিক সার্জারিতে মানুষের চেহারা যেমন বদলে যায়, কাছের মানুষের চোখও ধোঁকা খেয়ে যায়, করোনার ক্ষেত্রেও যেন তা-ই! ভাইরাসের আরএনএ-তে এমন জবরদস্ত কিছু মিউটেশন হয়েছে, যে আরটিপিসিআর যন্ত্র তা ধরতে পারছে না। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে।

এ যেন সত্যি চোর-পুলিশ খেলা। ভাইরাস শরীরে ঢুকে ফুসফুসে পৌঁছে যাচ্ছে, অথচ আরটিপিসিআরে ব্যবহৃত কিট তার নাগাল পাচ্ছে না! ফলে 'ফলস নেগেটিভ' হচ্ছে কোভিড রিপোর্ট। আছে অথচ নেই। পরিণামে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় মহাবিভ্রাট। আরটিপিসিআর পরীক্ষার ক্ষেত্রে দু'-তিনটে প্রাইমার ব্যবহার করে অ্যাম্পলিফিকেশন করা হয়। টার্গেট আরএনএ-র উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতেই এই কৌশল। এখন প্রশ্ন, আরএনএ নামক রেলগাড়ির কয়েকটি বগি যদি বদলে যায় কিংবা বাদ চলে যায়, তাহলে কী হবে? প্রাইমার কি উদ্দিষ্ট আরএনএ-কে চিনে নিতে পারবে? "চিনতে পারে, না-ও পারে।"- এমনই মত ভাইরোলজিস্টদের। ভাইরোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার জানিয়েছেন, ভাইরাসের চরিত্র বদলের জন্যই নতুন ভ্যারিয়েন্টের জন্ম। কিছু ভ্যারিয়েন্টের মধ্যে ডিলিশন মিউট্যান্ট এবং ইমিউন এসকেপ মিউট্যান্টের চরিত্র আছে। এর জেরে কোভিড (ঙ্খঞ্জঝজ্জঙ্গ-১৯) শরীরে প্রবেশের পর দ্রুত ফুসফুসে পৌঁছে যাচ্ছে। এই স্পাইক প্রোটিনের ডিলিশন মিউটেশনের কারণেই আরটিপিসিআরে ধরা পড়ছে না করোনা। এখনও পর্যন্ত গবেষণায় জানা গিয়েছে, করোনার স্পাইক প্রোটিনের ৬৯তম (হিস্টিডিন) ও ৭০তম (ভ্যালিন) অ্যামাইনো অ্যাসিড গায়েব হয়েছে। নজরে এসেছে ১৪৪তম অ্যামাইনো অ্যাসিডের (টাইরোসিন) অন্তর্ধানও।

এই ডিলিশন মিউটেশনই এখন ভাইরোলজিস্টদের সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ। বহুক্ষেত্রেই করোনার উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও রোগীর আরটিপিসিআর রিপোর্ট নেগেটিভ আসছে। ফলস নেগেটিভ রিপোর্টের জেরে রোগীর চিকিৎসা শুরু হচ্ছে দেরিতে। বাড়ছে মৃত্যুহার। সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. যোগিরাজ রায় জানিয়েছেন, একের পাতার পর কোভিডের নতুন স্ট্রেন শুধু যে দ্রুত ছড়াচ্ছে তা নয়, দ্রুত আঘাত হানছে ফুসফুসে। যা হাই রেজোলিউশন কম্পিউটার টোমোগ্রাফি (এইচআরসিটি)-তে ধরা পড়ছে। ঘষা কাচের মতো চেহারা নিচ্ছে ফুসফুস, অথচ, আরটিপিসিআরে তার আঁচ পড়ছে না! বস্তুত এই জটিলতার জন্যই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে এত বিভ্রান্তি বলে দাবি চিকিৎসকদের। একই বক্তব্য এম আর বাঙুরের ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডা. শুভ পালের। তিনিও স্বীকার করে নিয়েছেন, "ডাক্তারদের রীতিমতো ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে করোনার এই নতুন অবতার।" পরিত্রাণের উপায়? ভাইরোলজিস্টদের একাংশের পর্যবেক্ষণ, আসলে যে স্ট্রেনগুলির উপর ভিত্তি করে কিট তৈরি হয়েছে, সেগুলির এতটাই মিউটেশন হয়েছে যে, ধোঁকা খাচ্ছে প্রাইমার। তাই প্রাইমার সেটের কার্যকারিতা পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সোজা কথায়, ভাইরাসের নতুন অবতারের জন্য চাই নতুন সেটের প্রাইমার। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আরএনএ হল নিউক্লিওটাইড পুঁতির মালা। মালার কয়েকটা পুঁতি 'ডিলিট' হয়ে গেলে বা চেহারা বদলে ফেললে মালা চিনতে অসুবিধা হতেই পারে। সেটাই হচ্ছে ডাবল মিউট্যান্ট ভাইরাসের ক্ষেত্রে। মিউটেশনের দৌলতে ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনে মজুত অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠনগত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে 'রিসেপটর বাইন্ডিং ডোমেন'। যার জন্যই রিসেপটর জাপটে কোষে ঢুকে পড়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছে করোনা। অতি দ্রুত তা ফুসফুসে পৌঁছে যাচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে ফুসফুসের এইচআরসিটি করার পরামর্শ দিচ্ছেন ডাক্তারবাবুরা। তাঁদের বক্তব্য, সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট খারাপ এলে ফের আরটিপিসিআর টেস্ট করা উচিত। এই তথ্যকে মান্যতা দিচ্ছে বিমা সংস্থাগুলিও। ফুসফুসের সিটি স্ক্যান রিপোর্ট খারাপ এলে রোগীর কোভিড রয়েছে ধরে নেওয়া হচ্ছে

মাস্ক ছুঁলেই মরবে করোনা! তাক লাগাবে নয়া আবিষ্কার, দাবি গবেষকদের

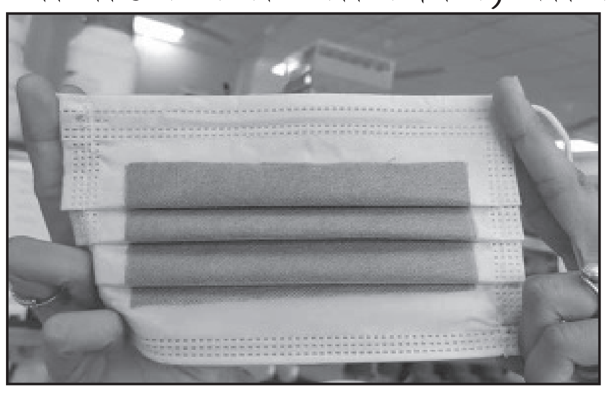

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: প্রাণ বাঁচাতে মাস্কে মুখ ঢেকেছে বিশ্ব! কিন্তু মারণ ভাইরাসকে রুখতে কার্যকর কোন মাস্ক, তা নিয়ে অবশ্য নানা মুনির নানা মত। এর মাঝেই নতুন এক মাস্ক আবিষ্কার করে তাক লাগালেন ভারতীয় গবেষকরা। তাঁদের দাবি, মাস্কের সংস্পর্শেই এলেই মৃত্যু হবে করোনা ভাইরাসের।

নিজেদের তৈরি মাস্ক নিয়ে এমন দাবি করেছেন আইআইটির মান্ডির এক দল গবেষক। তাঁদের দাবি, এই মাস্ক শুধু করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করে তাই নয়, মাস্কের উপরে চলে আসা ভাইরাস-ব্যাকটিরিয়াকে ধ্বংসও করে। তাঁদের সেই গবেষণার কথা আমেরিকার জার্নাল 'আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি- অ্যাপ্লায়েড মেটেরিয়ালস অ্যান্ড ইন্টারফেসেস'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

আইআইটি মান্ডির গবেষক অমিত জয়সওয়ালের নেতৃত্বে সৌনক রায়, প্রবীণ কুমার এবং অনিতা সরকারের গবেষণার ফসল এই মাস্ক। কী উপাদান দিয়ে তৈরি এই মাস্ক? গবেষকরা জানাচ্ছেন, উপাদানের নাম মলিবডেনাম ডাই-সালফাইড। একটি চুলের থেকেও কয়েক গুণ পাতলা একটি আস্তরণ তৈরি করা হয়েছে এই উপাদানের। মাস্কের উপর সেই আস্তরণ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গবেষকদের দাবি, বিশেষ উপাদানে তৈরি আস্তরণটির ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার দারুণ ক্ষমতা রয়েছে। কীভাবে কাজ করবে এই মাস্ক? আইআইটি মান্ডির গবেষকদের দাবি, ১০০ থেকে ২০০ ন্যানোমিটারের আয়তনের চেয়ে ক্ষুদ্র কোনও ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া এই আস্তরণের উপর চলে এলে তাকে মেরে ফেলে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ ভাইরাসটির আয়তন ১২০ ন্যানোমিটার। তাই ভাইরাসটি মলিবডেনাম ডাই-সালফাইডে সংস্পর্শে এলে মারা যায়। আইআইটির গবেষকদের আরও দাবি, জীবাণু নাশ করতে দুভাবে কাজ করবে এই আস্তরণ। এক, এর উপরিতল অত্যন্ত ধারালো। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে মনে হতে পারে, অনেকগুলি ছুরি পরপর রাখা রয়েছে। সূর্যের আলোয় অত্যন্ত সক্রিয় এই উপাদান। সামান্য সূর্যালোক পেলেই এর তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায়। যা জীবাণুকে বাঁচতে দেয় না।গবেষকরা জানিয়েছেন, একবার নয়, একাধিকবার ব্যবহার করা যেতে পারে এই মাস্ক। শুধুমাত্র রোদে ফেলে রেখে জীবাণুমুক্তও করা যায় মাস্কটি। সাবান জলে ধুলেও এর কার্যকারিতায় কোনও হেরফের হয় না। তবে এই মাস্ক এখনও বাজারে আসেনি। গবেষকদের দাবি, আরও কিছু গবেষণার পরই এই ফমুর্লা বাণিজ্যিক সংস্থার হাতে তুলে দেবেন। কেমন হবে এই বিশেষ মাস্কের দাম? আইআইটি মান্ডির গবেষকদের দাবি, বিশেষভাবে তৈরি হলেও মাস্কের দাম থাকবে মধ্যবিত্তের নাগালে।

একটি বাড়তি ডোজ নিলেই করোনার বিরুদ্ধে আজীবন ইমিউনিটি ! দাবি ভারত বায়োটেকের

করোনার বিরুদ্ধে আজীবন ইমিউনিটি! এমনই সম্ভাবনার কথা শোনাল ভারত বায়োটেক সংস্থার দাবি, তাদের তৈরি কোভ্যাকসিনের একটি বাড়তি ডোজ (তৃতীয় ডোজ) নিলেই করায়ত্ত হবে লাইফটাইম ইমিউনিটি।

সোমবার তামিলনাড়ুর এসআরএম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভ্যাকসিনের তৃতীয় বুস্টার ডোজ দেওয়া হয় সাত জনকে। যাঁরা ৬০ দিন আগে কোভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই পর্বে মোট ১৯০ জনের শরীরে প্রবেশ করানো হবে তৃতীয় ডোজ। তারপর বিভিন্ন মার্কার দিয়ে মাপা হবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যত টিকা আছে তার প্রায় সবই দুই ডোজের। প্রথম ডোজ নেওয়ার ২৮ দিন পর কোভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়। কোভিশিল্ডের ক্ষেত্রে যা ছ' সপ্তাহ পর। এবার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ৬০ দিন পর তৃতীয় ডোজ দেবে ভারত বায়োটেক। তাদের দাবি, কোভ্যাকসিনের এই তৃতীয় ডোজ লাইফটাইম ইমিউনিটি তৈরি করে দেবে।

যদিও এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভাইরোলজিস্টরা। তাঁদের বক্তব্য, "নিষ্ক্রিয় ভাইরাসে তৈরি ভ্যাকসিনে আজীবন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা খুব মুশকিল।" ভাইরোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার জানিয়েছেন, অ্যান্টিবডির স্থায়িত্ব নির্ভর করে মেমরি বি লিম্ফোসাইটের হাফ লাইফএর উপর। এই হাফ লাইফ আবার নির্ভর করে অ্যান্টিজেনের উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতার উপর। গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ডেনড্রাইটিক কোষের মাধ্যমে, যা থাকে লিম্ফয়েড টিস্যুর জার্মিনাল সেন্টারের মধ্যে। সিদ্ধার্থবাবুর দাবি, নিষ্ক্রিয় ভাইরাসের উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা কম। এমন কোনও ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন নেই যা জীবনভর সুরক্ষা দিতে পারে। যেমনটা পারে লাইভ অ্যাটিনিউয়েটেড ভাইরাল ভ্যাকসিন (মিজলস, পোলিও)। তবে বুস্টার ডোজ দিয়ে অ্যান্টিবডির স্থায়িত্বকাল বাড়ানো যেতেই পারে। ১৬ জানুয়ারি ভারতে জরুরি ভিত্তিতে ছাড়পত্র দেওয়া হয় দু'টি টিকাকে। অ্যাস্ট্রেজেনেকার কোভিশিল্ড ও ভারত বায়োটেক ও আইসিএমআরএর যৌথ উদ্যোগে তৈরি কোভ্যাকসিনকে। ১৬ জানুয়ারি থেকে টিকাকরণ শুরু হয়। প্রথমদিকে কোভিশিল্ডের চাহিদা বেশি হলেও পরে কোভ্যাকসিনের চাহিদাও বাড়তে থাকে। জানা যায়, ৮১ শতাংশ কার্যকারিতা রয়েছে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই টিকার। তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল রিপোর্ট এখনও কোনও মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়নি। তারই মধ্যে তৃতীয় ডোজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ট্রায়ালকারী সংস্থার দাবি, কোভ্যাকসিন সম্পূর্ণ নিরাপদ। পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। সব দিক বিবেচনা করেই তৃতীয় ডোজ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রায়াল সফল হলে জীবনভর মুক্তি মিলবে করোনা থেকে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ঝাপটায় দিশেহারা দেশ। রাজ্যেও বল্গাহীন সংক্রমণ। মঙ্গলবার দৈনিক সংক্রমণ ১৬ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭৩ জনের। দুর্বার গতিতে বাড়ছে কলকাতার সংক্রমণ। তাৎপর্যের বিষয় হল, টিকা নিয়েও ভারতে বহু মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আইসিএমআর জানিয়েছে, প্রতি ১০ হাজার টিকা গ্রহীতার মধ্যে চার জন করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। ভাইরোলজিস্টদের মতে, টিকা নেওয়ার পর মানবদেহে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। তাই সংক্রমণ হচ্ছে। অ্যান্টিবডির স্থায়িত্ব বাড়াতেই তৃতীয় ডোজ দেওয়ার পরিকল্পনা। এমনটাই মনে করা হচ্ছে। তবে জীবনভর সুরক্ষার দাবি নিয়ে প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে।

ব্ল্যাক কফির স্বাস্থ্যগুণ জানুন

ব্ল্যাক কফির স্বাদ তেতো হওয়া অনেকেই এটি পছন্দ করে না। আবার অনেকেরই একটা ভুল ধারণা এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে অন্তত দুবার ব্ল্যাক কফি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। সকালে ব্রেকফাস্টের পরে এবং সন্ধ্যায় এক কাপ কফি খাওয়া যেতে পারে। এক কাপ কফিতে ৬০ শতাংশ পুষ্টি, ২০ শতাংশ ভিটামিন এবং ১০ শতাংশ খনিজ ও ১০ শতাংশ ক্যালরি আছে। যা হৃদযন্ত্রসহ দেহের অন্যান্য অংশের উপকার করে থাকে। জেনে নিন ব্ল্যাক কফির চমতকার কিছু স্বাস্থ্যগুণ- ১. স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ব্ল্যাক কফি মস্তিষ্ককে সচল রাখতে সাহায্য করে। যার ফলে মনে রাখার ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে যায়। এছাড়া নার্ভকেও সচল রাখে। ২. ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে কফির উপাদানসমূহ ব্লাড সুগার কমিয়ে দেয় এবং মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে থাকে। যা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে। নিয়মিত কফি পানে ৭ু ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। ৩. পেট পরিষ্কার করতে

কফি খেলে ঘন ঘন প্রসাব হয়। চিনি ছাড়া কফি খেলে শরীরের ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া প্রসাবের সাথে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। যা পেট পরিষ্কার করে থাকে। ৪. ওজন হ্রাস করতে ব্ল্যাক কফি ওজন হ্রাস করতে সাহায্য করে থাকে। এটি মেটাবলিজম ৫০ু বাড়িয়ে দেয় এবং এর সাথে পেটে জমে থাকা চর্বি গলাতে সাহায্য করে। ৫. ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ব্ল্যাক কফি ২০ু পুরুষের ক্যান্সার এবং ২৫ু মেয়েদের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। যারা প্রতিদিন চার কাপ কফি পান করে তাদের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। ৬. হার্ট সুস্থ রাখে ব্ল্যাক কফি দেহের ইনফ্লামেশন কমিয়ে হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে থাকে। চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি হার্ট সুস্থ রাখে। ৭. মন সতেজ রাখে এক কাপ ব্ল্যাক কফি সাথে সাথে আপনার মুড ভাল করে দেয়। ক্যাফিন নার্ভ সিস্টেমকে প্রভাবিত করে আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখতে সহায়তা করে। ৮. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ব্ল্যাক কফিতে আছে নানা রকমের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এতে আরো রয়েছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন বি টু, বি থ্রি এবং বি ফাইভ এবং ম্যাঙ্গানিজ।

অল ইন্ডিয় ডিএসও এর উদ্যোগে ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

নিশানায় বাসস্থান ও মন্দির, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন অব্যাহত

ঢাকা, ১১ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রতি আক্রমণ, নির্যাতন থামছেই না। বরং অত্যাচার ও নিপীড়ন ক্রমশই বাড়ছে, নিশানায় হিন্দুদের মন্দির, ভাঙচুর চালানো হচ্ছে দেব-দেবীর মূর্তিও। আগেও বহুবার বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন হিন্দুরা। অতি সম্প্রতি ঘটনা গত ৭ আগস্টের। বাংলাদেশের খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার শিয়ালি গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িতে হামলা চালায় ''স্বঘোষিত'' জেহাদি মুসলিম সম্প্রদায়। শুধু বাসস্থানই নয়, হামলা চালানো হয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরেও। উপর্যুপরি এই হামলার ঘটনায় ভীত-সন্ত্রস্ত হিন্দুরা। বাংলাদেশের হিন্দু মহাজোটের মুখপাত্র পলাশ কান্তি দে-র মতে, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের উপরে নির্যাতনের কোনও বিচার হয়নি। এমন চলতে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ সংখ্যালঘু শূন্য হয়ে যাবে।

গত ৭ আগস্টের ঘটনা। ওই দিন সন্ধ্যায় খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার শিয়ালি গ্রামে আক্রান্ত হন হিন্দুরা। অভিযোগ, হিন্দুদের বাসস্থান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরে হামলা চালায় স্থানীয় জেহাদি মুসলিম সম্প্রদায়। ঘটনার সূত্রপাত ৬ আগস্ট। ৬ আগস্ট সন্ধ্যায় এক ব্যক্তির মরদেহ নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছিলেন শিয়ালি গ্রামের বাসিন্দারা। হিন্দু রীতি অনুযায়ী হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে তাঁরা শ্মশানের দিকে যাচ্ছিলেন। শিয়ালি গ্রামের মসজিদের কাছে তাঁরা পৌঁছলে ইমাম মসজিদ থেকে বেরিয়ে হরিনাম সংকীর্তন থামাতে বলেন। ইমামের কথা মতো হিন্দুরা হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ করে দেন। এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকই ছিল। অভিযোগ, ইমামের ইন্ধনেই পরবর্তী দিন, ৭ আগস্ট সন্ধ্যায় প্রায় দুই শতাধিক উগ্র জেহাদি মুসলিমরা শিয়ালি গ্রামে অবস্থিত চারটি মন্দিরে ভাঙচুর করে, ছ''টি দোকান ও বেশ কিছু বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। দোকান থেকে মূল্যবান সামগ্রী, বাড়ি থেকে সোনা ও নগদ টাকা লুট করা হয়। মহিলাদের সঙ্গেও অভব্য আচরণ করা হয়। রূপসা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই হামলার ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে কাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, সে বিষয়ে খোলসা করে কিছুই জানায়নি পুলিশ। তাই পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা সর্দার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, 'এলাকার পরিস্থিতি শান্ত আছে। বিষয়টি ভুল বোঝাবুঝি।' রূপসা উপজেলার নির্বাহী অফিসার বলেছেন, ওই ঝামেলার সমাধান সেই দিনই (৬ আগস্ট) হয়ে গিয়েছিল ও ৭ আগস্টের হামলার সঙ্গে ৬ আগস্টের ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ যাই বলুক না-কেন, এই প্রথম নয় এর আগেও বহুবার বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিপীড়িত হয়েছেন হিন্দুরা।

বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মুখপাত্র পলাশ কান্তি দে। তাঁর কথায়, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের উপরে নির্যাতনের কোনও বিচার হয়নি। তিনি বলেছেন, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকলের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানেও আমরা নিজ দেশে পরবাসী। স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশে ২২ শতাংশ হিন্দু ছিল, এখন সেই সংখ্যা সাড়ে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এভাবে চলতে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সংখ্যালঘু শূন্য হবে। তিনি আরও বলেছেন, প্রতিদিনই বাংলাদেশের কোনও না কোনও গ্রামে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। কোনও ঘটনার বিচার হয়নি এখনও। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রায় এককোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন যার মধ্যে প্রায় ৯৬ লক্ষ ছিলেন হিন্দু। আর এতো মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল বলেই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করেছিরেন। প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ, ওই ৩০ লক্ষের মধ্যে ২৬ লক্ষই ছিলেন হিন্দু।

বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমকে দুষে তিনি বলেছেন, হিন্দুদের উপর ৯০ শতাংশ নির্যাতনের ঘটনা বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রচার করে না। খুলনার রূপসায় হিন্দুদের উপরে এত বড় হামলার ঘটনা ঘটল, অথচ দু-একটি সংবাদ মাধ্যম তা প্রকাশ্যে এনেছে। বাধ্য হয়েই নিজেদের বাসস্থান স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে, অথবা ফেলে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছেন হিন্দুরা। পলাশবাবুর মতে, শুধুমাত্র হিন্দুরাই নন, বাংলাদেশে নিপীড়ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষজনও। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে একদা বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছিল, তাঁরা মায়ানমারে চলে গিয়েছেন। আবার রাঙ্গামাটী-সহ বাংলাদেশের অন্যত্র যে সমস্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষজন আছেন তাঁরাও ভারত অথবা মায়ানমারে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই হয়নি, বিরোধীদের খারাপ দেখাতে চাইছে সরকার : অধীর

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হয়েছে লোকসভার অধিবেশন। আর তা নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীরের মতে, 'গুরুত্বপূর্ণ কোনও আলোচনাই হয়নি, বিরোধীদের শুধু খারাপ দেখাতে চাইছে সরকার।' বুধবার অধীর বলেছেন, 'নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ করা হয়েছে লোকসভার অধিবেশন। সরকার আচমকাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। সরকার শুধুমাত্র বিরোধীদের খারাপ দেখাতে চাইছে।'

অধীর বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে বুধবারই প্রথম দেখা গেল, যখন সবকিছু শেষ, তখন তিনি উপস্থিত হলেন। আলোচনা না করেই বিল পাশ করেছে সরকার, শুধুমাত্র ওবিসি বিল ছাড়া। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিল পাশ করা হয়েছে, সরকারের আরও একটি রেকর্ড....। বিরোধীরা যখন বক্তব্য রাখে তখন সম্প্রচার করে না এই সরকার।' অধীর আরও বলেছেন, 'জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, কৃষক সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, টিকাকরণ নিয়ে আমরা আলোচনা চেয়েছিলাম, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। ৭-৮ মিনিটের মধ্যেই বিল পাশ হয়েছে। আমাদের আবেদন শোনাই হয়নি।' পেগাসাস নিয়ে বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই আলোচনার দাবি জানিয়েছিল বিরোধীরা। এ প্রসঙ্গে অধীর বলেছেন, 'বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, পেগাসাস নিয়ে আলোচনা (উভয়কক্ষে) করা হয়নি। অথচ এই বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা হচ্ছে, ফ্রান্স, জার্মানি, হাঙ্গেরি এই নিয়ে আলোচনা করছে, আমাদের দাবি কেন উপেক্ষা করা হল?' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

করিমগঞ্জে বাল্যবিবাহ ও অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা স্ত্রীর মৃত্যুর দায়ে গ্রেফতার স্বামী ফারুক জেলহাজতে

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : প্রথমে বাল্যবিবাহ, পরবর্তীতে অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা স্ত্রীর প্রসবকালীন সময় মৃত্যুর দায়ে অভিযুক্ত গ্রেফতার স্বামী ফারুক উদ্দিনের শেষপর্যন্ত ঠাই হয়েছে কারাগারে। মঙ্গলবার সদর পুলিশ অভিযুক্ত ফারুককে আদালতে সোপর্দ করে। আদালতের নির্দেশে তাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, জানিয়েছেন করিমগঞ্জ সদর থানার ওসি বিজিত দাধরা।

বাল্য বিবাহের পর সন্তান প্রসবের সময় নাবালিকা মায়ের মৃত্যু ঘটে। নবজাতক শিশুপুত্রটি সুস্থ রয়েছে বলে জানা গেছে। শহরের যে বেসরকারি হাসপাতালে ওই ঘটনা ঘটেছিল সেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পাল পদবির যে চিকিৎসক এই অবৈধ কাজে জড়িত ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় জেলার সচেতন জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। শহর সংলগ্ন কানিশাইল এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি লাইফলাইন হাসপাতালে গত রবিবার রাতে সন্তান প্রসবের সময় মারা যায় মাত্র১৪ বছরের এক নাবালিকা মা। তবে সুস্থ রয়েছে নবজাতক শিশু পুত্র। ঘটনাটি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির তরফ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সদর পুলিশকে জানানো হয়েছিলো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সদর পুলিশ তদন্তে নামে।

সদর থানার ওসির কথায়, নিলামবাজার পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী ফারুক উদ্দিনকে গান্ধাই বালিয়া এলাকার শ্বশুর বাড়ি থেকে সোমবার সকালে আটক করে। জানা গেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সহ প্রভাবশালী একটি চক্র ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে অনেকটাই নাকি সফলও হয়েছে।

উল্লেখ্য, নিলামবাজার পশ্চিমাঞ্চলের বালিয়া গ্রামের নাবালিকা গর্ভবতীকে লাইফ লাইন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিলো। কিন্তু প্রসবের সময় নাবালিকা মায়ের মৃত্যু ঘটে। ঘটনায় গ্রেফতার ফারুক উদ্দিনকে মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করলে তাঁকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তাঁর বাড়ি রামকৃষ্ণনগর থানাধীন গামারিয়া গ্রামে। সদর থানায় ফারুক উদ্দিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬ (৩) এবং 'দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেনসেস অ্যাক্ট' (পোকসো)-এর ধারা ৬-এর অধীনে ৭৭৭/২১ নম্বরে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। এদিকে ঘটনা সম্পর্কে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া জানান, জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ব্যাবস্থা নিয়েছে। তবে বেসরকারি হাসপাতাল বা মৃতের পরিবারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ এখনও দায়ের হয়নি। এ-ধরনের অভিযোগ পেলে পুলিশ অবশ্যই ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে, জানান পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া।

রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালু করার উদ্যোগ

নদিয়া, ১১ আগস্ট(হি. স): দুর্ঘটনায় জখম গাড়িচালক কিংবা বাইক আরোহীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে এবার নদিয়ার রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালুর উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তর। নদিয়া জেলায় প্রথম এই হাসপাতলে ট্রমা কেয়ার ইউনিট তৈরির জন্য প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এব্যাপারে স্বাস্থ্যদপ্তর ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র দিয়েছে। এতে একদিকে যেমন সঙ্কটজনক রোগীদের পরিষেবা মিলবে। তেমনই মহকুমা হাসপাতাল থেকে কলকাতার হাসপাতালে রোগী রেফারের সংখ্যাও অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

হাতে - পায়ে চোট থাকলে কিংবা মাথায় ইন্টারনাল হেমারেজ আছে কি না জানতে প্রয়োজন জরুরীকালীন সিটি স্ক্যান। কিন্তু এতদিন তা করার মতো পরিকাঠামো হাসপাতালে ছিল না। প্রাথমিক চিকিৎসা করেই জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে জখম রোগীদের কল্যাণী কিংবা কলকাতার সরকারি হাসপাতলে রেফার করা হতো। এবার সেই সমস্যা মিটতে চলেছে। রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার শ্যামলকুমার পোড়ে বলেন, ট্রমা কেয়ার ইউনিটের ভবনের পরিকাঠামো উন্নতিতে এক কোটি টাকা ব্যয় হবে। এছাড়া চিকিৎসা পরিকাঠামোর জন্য প্রায় দু'' কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে। তবে ট্রমা কেয়ার ইউনিটের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসক নার্স ও ল্যাব টেকনিশিয়ান না থাকলেও হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ও নার্সিং স্টাফদের দিয়ে ওই পৃথক ইউনিট চালানো হবে। পরবর্তী সময়ে রাজ্যের তরফে অতিরিক্ত চিকিৎসক ও স্টাফ নিয়োগ করা হবে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে অসম্পূর্ণ একটি ভবন রয়েছে। সেই ভবনটিকে ব্যবহারযোগ্য করে ট্রমা কেয়ার ইউনিটের জন্য ব্যবহার করা হবে। পাঁচটি বেডের সিসিইউ ও পাঁচটি স্টেপ ডাউন বেডের ব্যবস্থা রাখা হবে। এছাড়া হাসপাতালে সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা করা হবে। আরও জানা গিয়েছে, রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের উপর বিস্তৃর্ণ এলাকার বাসিন্দারা নির্ভরশীল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকাঠামো না থাকায় রোগীদের এই হাসপাতাল থেকে অন্য বড় সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হতো। চিকিৎসকরা বলেন, যে কোনও দুর্ঘটনার পরবর্তী এক ঘন্টাকে 'গোল্ডেন আওয়ার' বলা হয়। ওই সময়ের মধ্যে গুরুতর জখম রোগীকে উদ্ধার করে চিকিৎসা শুরু করা হলে বড়সড় বিপদ এড়ানো যায়। অধিকাংশ সময় দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম বা মাথায় চোট পাওয়া রোগীদের চিকিৎসায় দেরি হয়। এতে রোগীর ভোগান্তি আরও বাড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই বলেন, রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে কিছুটা দূরে রয়েছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। ওই সড়কের বেহাল অবস্থা। সেকারণে মাঝেমধ্যেই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। দুর্ঘটনায় জখমদের চিকিৎসার সুবিধা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

ক্লিনচিট পেলেন কেজরিওয়াল-সহ ১১ জন, আপ বলল সত্যমেব জয়তে

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যসচিব অংশু প্রকাশকে নিগ্রহ মামলায় দিল্লির আদালতে ক্লিনচিট পেয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া ও আম আদমি পার্টি (আপ)-র ৯ জন বিধায়ক। বুধবার অংশু প্রকাশকে নিগ্রহ মামলায় কেজরিওয়ালের ক্লিনচিট দিয়েছে আদালত। তবে, আম আদমি পার্টি (আপ)-র দু''জন বিধায়ক, আমানতুল্লাহ খান ও প্রকাশ জারওয়ালের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কেজরিওয়ালরা আদালতে ক্লিনচিট পাওয়ায়, আপ বলল-''সত্যমেব জয়তে''।

২০১৮ সালের সালের ঘটনা। ওই বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারির রাতে কেজরিওয়ালের বাসভবনে প্রাক্তন মুখ্য সচিব অংশু প্রকাশকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। সেই মামলায় বুধবার অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সিসোদিয়া ও আম আদমি পার্টি (আপ)-র ৯ জন বিধায়ককে ক্লিনচিট দিয়েছে দিল্লির আদালত। তবে, আমানতুল্লাহ খান ও প্রকাশ জারওয়ালের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আমানতুল্লাহ খান ও প্রকাশ জারওয়াল জামিন পেয়ে বাইরে রয়েছেন। ২০১৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয়েছিল প্রকাশকে, পরবর্তী দিন গ্রেফতার করা হয়েছিল আমানতুল্লাহ খানকে। এদিন ক্লিনচিট পাওয়ার পর দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া বলেছেন, 'ন্যায় ও সত্যের বিজয়ের দিন। আদালত বলেছে, সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে ও ভিত্তিহীন, মিথ্যে মামলায় মুখ্যমন্ত্রী বেকসুর খালাস হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়য করা হয়েছিল।'

নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ আকবরের, প্রিয়াকে নোটিশ দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): সাংবাদিক প্রিয়া রমানিকে নোটিশ পাঠাল দিল্লি হাইকোর্ট। প্রিয়ার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মানহানির মামলা করেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এম জে আকবর, কিন্তু প্রিয়ার বিরুদ্ধে আকবরের সেই মামলা খারিজ করে দেয় নিম্ন আদালত। নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আকবর। আকবরের আবেদনের প্রেক্ষিতে বুধবার সাংবাদিক প্রিয়াকে নোটিশ পাঠাল দিল্লি হাইকোর্ট।

২০১৮ সালে ীমিটু নিয়ে গোটা দেশে হইচই চলছিল, সেই সময়েই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এম জে আকবরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা নিয়ে মুখ খোলেন রমানি। অভিযোগ তুলেছিলেন এক সংবাদপত্রের শীর্ষ পদে থাকাকালীন তাঁকে যৌন হনস্থা করেন আকবর। একটি কাজের ইন্টারভিউয়ের জন্য তাঁকে হোটেলে ডাকেন এবং অশালীন আচরণ করেন। তাঁর এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই একে একে আরও মহিলা আকবরের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেন। এক পরই আকবর পাল্টা মানহানির মামলা করেন রমানির বিরুদ্ধে। যদিও, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আকবরের মানহানির মামলায়, কোনও অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় রমানিকে বেকসুর খালাস করে দিল্লির একটি আদালত। এবার নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের শরনাপন্ন হলেন এম জে আকবর।

অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ১,৮৬৯ জন, মৃত্যু বেড়ে ১৩,৫৮২

অমরাবতী, ১১ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ ভারতের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১,৮৬৯ জন। এছাড়াও মৃত্যু হয়েছে আরও ১৮ জনের। ফলে অন্ধ্রপ্রদেশে করোনায় আক্রান্তের বেড়ে হল ১৯,৮৭,০৫১ ও মোট মৃত্যু হয়েছে ১৩,৫৮২ জনের।

বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশ স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে নতুন করে ১,৮৬৯ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। অন্ধ্রপ্রদেশে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৯,৫৫,০৫২ জন। সক্রিয় রোগী সংখ্যা ১৮,৪১৭।

বাংলাদেশে হিন্দুদের বসতবাড়ি ও ধর্মস্থানে হামলায় মোদীকে চিঠি শান্তনুর, প্রতিক্রিয়া নানা মহলে

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : বাংলাদেশে হিন্দুদের বসতবাড়ি ও ধর্মস্থানের ওপর সাম্প্রতিক আক্রমণের ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মী প্রিয়া সাহা বুধবার এই চিঠি ফেসবুকে দেন। এর পর নানা মহল থেকে প্রচুর প্রতিক্রিয়া এসেছে। এদিকে, বুধবার হিন্দুদের বাড়ি ও মন্দিরের ওপর আক্রমণের চারটি ছবি ও চিঠির প্রতিলিপি-সহ রাজ্য বিজেপি জানিয়েছে, "বাংলাদেশের খুলনার, রূপসা উপজেলার শিয়ালি গ্রামে ০৭/০৮/২০২১তারিখে মতুয়াদের আরাধ্য শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দির সহ সনাতন(হিন্দু) ধর্মের একাধিক মন্দির-বিগ্রহ , দোকান - বাড়িঘর ভাঙচুর সহ মা-বোনদের, ওপর বর্বরচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে সঠিক পথ অবলম্বনে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিকট পত্র মাধ্যম দ্বারস্থ হলেন জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।"

প্রিয়া সাহার পোস্ট-এর প্রতিক্রিয়ায় নেটিজেনদের অনেকেই শান্তনু ঠাকুরের চিঠিকে স্বাগত জানিয়েছেন। চন্দন কুমার চৌধুরী লিখেছেন, "বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের কষ্টের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া জন্য কৃতজ্ঞতা।" সমীর কান্তি মন্ডল লিখেছেন, "জয় শ্রী রাম। জয় হোক সনাতনীর।" রমেশ দত্ত লিখেছেন, "সাহস করে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীর এই ভূমিকাকে সাধুবাদ জানাই।" প্রদীপ রায় দীপু লিখেছেন, "দিন বদলাবে এই অত্যাচারের সঠিক বিচার হবে। রমনা কালী মন্দিরের ইতিহাস জানুন সবাই। যারা যুক্ত ছিল তারা বংস রক্ষা করতে পারে নাই।" রামকিশোর খাস্তগীর লিখেছেন, "অসংখ্য ধন্যবাদ।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শহীদ ক্ষুদিরামকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি. স.) : বুধবার শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অমিতবাবু টুইটে লিখেছেন, "যখন ''বন্দে মাতরম ধ্বনিও রাজদ্রোহের সামিল ছিল, তখন তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর সাহস ও দেশপ্রেম বৃটিশ শাসনের শিকড় নাড়িয়ে দিয়েছিল। ভয় পেয়ে অল্প বয়সেই ব্রিটিশরা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। দেশের জন্য তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা ও বলিদান প্রশংসনীয়। এমন অমর শহিদকে শত কোটি প্রণাম।"

প্রসঙ্গত, ১৯০৮-এর ১১ আগস্ট ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়। ক্ষুদিরাম সম্পর্কে হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন যে, "ক্ষুদিরামের সহজ প্রবৃত্তি ছিল প্রাণনাশের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে দুঃসাধ্য কাজ করবার। তার স্বভাবে নেশার মতো অত্যন্ত প্রবল ছিল সৎসাহস। আর তার ছিল অন্যায় অত্যাচারের তীব্র অনুভূতি। সেই অনুভূতির পরিণতি বক্তৃতায় ছিলনা, বৃথা আস্ফালনও ছিলনা; অসহ্য দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, এমনকি মৃত্যুকে বরণ করে, প্রতিকার অসম্ভব জেনেও শুধু সেই অনুভূতির জ্বালা নিবারণের জন্য, নিজ হাতে অন্যায়ের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রতিবিধানের চেষ্টা করবার ঐকান্তিক প্রবৃত্তি ও সৎসাহস ক্ষুদিরাম চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আরটিও অফিসে তালা ঝোলালেন কেজরিওয়াল, লাইনে দাঁড়াতে হবে না দিল্লিবাসীকে

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): দিল্লিতে আরটিও অফিসে তালা লাগিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এখন থেকে দিল্লিবাসীকে আরটিও দফতরের সামনে লাইনে আর দাঁড়াতে হবে না, কারণ এখন থেকে ভার্চুয়ালি বাড়ি থেকেই মিলবে সমস্ত আরটিও পরিষেবা। কেজরিওয়াল এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, 'পরিবহণ দফতরের এই দফতরে তালা লাগিয়ে ফেসলেস পরিষেবা শুরু করা হল। এখন থেকে আরটিও অফিসে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে না।' কেজরিওয়াল আরও জানান, লার্নিং লাইসেন্স থেকে শুরু করে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, পরিবহণ বিভাগের সমস্ত কাজ এখন থেকে ঘরে বসেই অনলাইনে করা যাবে।' এদিন ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'আধুনিক ভারতের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এখন আরটিও দফতর, ফাইল সবকিছু খতম। আপনারা কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিবহণ দফতরের সমস্ত কাজ করতে পারবেন। এজন্য দালাল অথবা দফতরে ঘুরতে হবে না।' কেজরিওয়াল জানান, 'রাজধানী দিল্লিতে এই পদক্ষেপের সূচনা হয়ে গিয়েছে।' দিল্লিবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'পরিবহণ দফতরে ''ফেসলেস পরিষেবা'' শুরু করছি আমরা। লাইসেন্স পেতে আর মিডলম্যানের প্রয়োজন নেই...পরিবহণ দফতর সমস্ত কাজ, লাইসেন্স ইস্যু সমস্ত কিছুই কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্ভব হবে। শুধুমাত্র ড্রাইভিং টেস্ট ও গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষা করার জন্যই যেতে হবে ট্রান্সপোর্ট অফিস।'হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল, তাই মোদী ও বিজেপি ভীত : সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দেশের সবথেকে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আখ্যা দিলেন দিল্লিরই উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপিকে আক্রমণ করে মণীশ সিসোদিয়া বললেন, কেজরিওয়ালজি দেশের সবথেকে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, তাই তাঁকে ভয় পাচ্ছেন মোদী ও বিজেপি। সিসোদিয়া বলেছেন, কেজরিওয়ালজি বাড়ি ও অফিসে হানা দিয়েছিল পুলিশ, তাঁকে সন্ত্রাসী বলা হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর এটা সবথেকে বড় ষড়যন্ত্র।

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যসচিব অংশু প্রকাশকে নিগ্রহ মামলায় বুধবারই দিল্লির আদালতে ক্লিনচিট পেয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া ও আম আদমি পার্টি (আপ)-র ৯ জন বিধায়ক। এদিন ক্লিনচিট পাওয়ার পর মণীশ সিসোদিয়া বলেছেন, 'ন্যায় ও সত্যের বিজয়ের দিন আজ। আদালত বলেছে, সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে ও ভিত্তিহীন। মিথ্যে মামলায় মুখ্যমন্ত্রী বেকসুর খালাস হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়য করা হয়েছিল।' সিসোদিয়া আরও বলেছেন, 'মোদীর বড় ষড়য প্রকাশ্যে এসেছে। মিথ্যে মামলা করেছিল দিল্লি পুলিশ।'

অক্টোবরে মুখ্যমন্ত্রীকে রোমে আমন্ত্রণ

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : রোমে বিশ্ব শান্তি বৈঠকে আমন্ত্রণ পেলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক দু দিনের, শুরু ৬ অক্টোবর।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে গিয়েছে আমন্ত্রণপত্র। এখনও পর্যন্ত যা খবর, মমতা ছাড়াও পোপ এবং জার্মানির চ্যান্সেলারকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। চিঠিতে একুশের নির্বাচনে জয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সংগঠনের তরফ থেকে অভিনন্দন জানান হয়েছে।

শান্তি বৈঠকরে আয়োজন করেছে কমিউনিটি অফ সেন্ট এগিডিও। সংগঠনটি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, দুঃস্থদের সাহায্য ও অসহায়দের হয়ে কাজ করে। সংগঠনের সভাপতি প্রফেসর মার্কো ইমপ্যাগলিয়াজো মুখ্যমন্ত্রীকে প্রস্তাবিত ওই শান্তি বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পত্রে উল্লেখ করেছেন সামাজিক ক্ষেত্রে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অবদানের কথা। মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে প্রফেসর লিখেছেন, গত দশ বছরে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও দেশের উন্নয়নের আপনার অবদানের জন্য ধন্যবাদ।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে একাধিক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে আমন্ত্রিত ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মাদার টেরেসাকে সন্ত ঘোষণার দিনে ভ্যাটিক্যান সিটিতে উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে পুরস্কৃত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কন্যাশ্রী প্রকল্পও। এবার ফের তাঁর উন্নয়ন, শান্তি বজায় রাখার অবদানকে স্মরণ করল আন্তর্জাতিক সংগঠন। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অক্টোবরের দু'দিনের বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়েছে পোপ ফ্রান্সিস, জার্মান চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মের্কেল, মিশরের ইমাম আহমেদ আল তায়িব প্রমুখ। বৈঠকের সময়সূচি ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে পরে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রয়াণ দিবসে ক্ষুদিরাম বসুকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বুধবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করছে মাণিকভান্ডার গাঁও পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করছে আদর্শ গ্রাম মাণিকভান্ডার গাঁও পঞ্চায়েত। বেকার যুবক যুবতীদের কর্মমুখী করে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের অন্তর্গত মাণিকভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতের বুক চিরে ২০৮ নং জাতীয় সড়কের নির্মান কাজ চলছে। অন্যদিকে কৈলাশহর- কমলপুর খোয়াই ভায়া আগরতলা রেল লাইনের সার্ভে শেষ হয়ে গেছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কমলপুরের মানিক ভান্ডার ধলাই জেলার অন্যতম বানিজ্যিক কেন্দ্র ও যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াবে।

ইতিমধ্যে মানিক ভান্ডার পঞ্চায়েতকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মডেল ভিলেজ হিসাবে ঘোষনা দিয়েছেন। জাতি-জনজাতির মিশ্র বসতির এই মানিক ভান্ডার গাঁও পঞ্চায়েতে ৭৪৭ পরিবারের মোট ২৬৫৮ জন লোকসংখ্যা। এর মধ্যে তপশিলী জাতি, জনজাতি, ওবিসি ও সাধারণ সহ সব জনগোষ্ঠীর মানুষই রয়েছেন। কৃষির পাশাপাশি ব্যবসা এই পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য অংশের জীবিকা। তারপরও বেকারের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ফলে গত সাড়ে তিন বছরে উন্নয়ণের পাশাপাশি চলছে বেকার ভাই বোনদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ। এমনই এক বেকার সুবিধাভোগী প্রণব দেববর্মা পঞ্চায়েত থেকে রেগা প্রকল্পে পুকুর পেয়েছেন। তিনি জানালেন, পুকুরে মাছ চাষ করে বেশ ভালোই রোজগার হচ্ছে তার।

মানিক ভান্ডার পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বেকার যুবক যুবতীদের দল তৈরি করে বাগিচা চাষের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করার কাজও চলছে। এরকমই ৩০ জন বেকারকে নিয়ে তৈরি গোষ্ঠী হল জয় জগন্নাথ কো অপারেটিভ সোসাইটি। তাদেরকে ধাপে ধাপে চা বাগিচা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে পঞ্চায়েত থেকে। তাদেরই একজন মিঠুন দেব জানালেন, তারা আশা করছেন অদূর ভবিষ্যতেই তাদের রোজগার বৃদ্ধি পাবে।এদিকে, উন্নয়ন কাজের অঙ্গ হিসাবে পঞ্চায়েতের কন্দ পাড়ায় সড়ক নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ করে। এ বিষয়ে এলাকাবাসী অরবিন্দ কন্দ জানালেন, এতদিন সড়ক যোগাযোগের অভাবে তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। নতুন সড়ক তৈরি হওয়ায় তাদের সেই সমস্যা মিটে গেছে।পঞ্চায়েতের কর্মপরিকল্পনা প্রসঙ্গে প্রধান রাজদ্বীপ ঘোষ জানালেন পঞ্চায়েত এলাকার বেকার যুবক যুবতীদের কর্মমুখী করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।আগামীদিনে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে আরো সদর্থক ভূমিকা নেবে পঞ্চায়েত এমনটাই আশা করছেন এলাকাবাসী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিল্লি গিয়েই সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল ধনখড়

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : বুধবার দুপুরে সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। তাঁদের দু'জনের মধ্যে কিছুক্ষণ একান্তে আলোচনাও হয়।

মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর ধনখড় বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম।" মঙ্গলবার বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর দু'দিনের সফরে দিল্লি রওনা হয়েছিলেন ধনখড়। এর পরেই তাঁর এই সফরের 'উদ্দেশ্য' নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। রাজভবন সূত্রের খবর, দিল্লি সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও ধনখড় দেখা করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দু"বছরের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে জগদীপ ধনকড়ের। আর রাজ্যপাল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব রাজ্যের শাসকদল। কিছুদিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। অনেকেই মনে করছেন সেসময় রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে উষ্মা প্রকাশ করেছেন মমতা। এর আগেও অবশ্য একাধিকবার জগদীপ ধনকড়ের বিভিন্ন কাজের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনকড়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে মোদীকে চিঠিও লিখেছেন মমতা।

এর আগে গত ১৭ জুলাই দিল্লি গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পরে সে সময় ধারাবাহিক ভাবে শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তুলছিলেন তিনি। সেই প্রেক্ষিতে তাঁর দিল্লি সফর নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। মাত্র ৩ সপ্তাহের ব্যবধানে ফের দিল্লি গেলেন রাজ্যপাল।

বাগনান গণধর্ষণ কাণ্ডে গ্রেফতার আরও দুই অধরা মূল অভিযুক্তরা

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স.) : ঘরছাড়া এক বিজেপি কর্মীর অসুস্থ স্ত্রীকে গণধর্ষণ করার ঘটনায় জড়িত আরও দুজনকে গ্রেফতারকরা হয়েছে। তারিক রহমান ও শেখ শাহনাওয়াজ নামে ওই দুই যুবককে তাদের বাড়ি থেকেই বুধবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিজেপি যখন জাতীয় স্তরেও সোচ্চার হতে শুরু করে দিয়েছে তখনও কিন্তু অধরাই থেকে গিয়েছে মূল অভিযুক্তরা। পুলিশ এদিন এই ঘটনায় এই নিয়ে এই ঘটনায় মোট ৪জন গ্রেফতার হল। তবে এই ঘটনার মূল অভিযোগপত্রে এই দুইজনের নাম না থাকায় পুলিশের ভূমিকা ও তদন্ত প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ঘটনাচক্রে এদিন বাইনান থেকে গ্রেফতার হওয়া ওই দুই যুবক নিজেদের সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলে দাবি করার পাশাপাশি তারা এই কাণ্ডের সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নয় বলে দাবি করেছে। এদিন তাদের উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সেখানেই তাঁরা সাংবাদিকদের জানান, যে শুধুমাত্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাতে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার বাগনান থানার বাইনান এলাকায় এক অসুস্থ গৃহবধূকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ওই মহিলার স্বামী সক্রিয় বিজেপি কর্মী। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই তিনি ঘরছাড়া ছিলেন।

৬ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর ইউজিসি-নেট এর দুটি পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি. স.) : অবশেষে মিটেছে প্রতীক্ষা, ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট, সংক্ষেপে নেট পরীক্ষার দিনক্ষণের কথা ঘোষণা করল ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি)। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে, তার জন্য আবেদনকারীরা এই লিঙ্কে ক্লিক করতে পারেন- https://www.gcnet.nta.nic.in

শুধু ২০২১ সালেরই নয়, স্থগিত রয়েছে ২০২০ সালের পরীক্ষাও। দেশের করোনাকালীন পরিস্থিতিতে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, তার আয়োজন করা যায়নি। তেমনই আবার ২০২১ সালের জুন মাসে যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, তার সম্ভাব্যতা নিয়েও দেখা দিয়েছিল প্রশ্নচিহ্ন। তবে সব জল্পনায় ইতি টেনে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল যে ২০২০ সালের ডিসেম্বরের পরীক্ষা এবং ২০২১ সালের জুন মাসের পরীক্ষা একসঙ্গে নেওয়া হবে। এবার এই উভয় পরীক্ষারই তারিখ ঘোষণা করা হল।

জানা গিয়েছে যে চলতি বছরের ৬ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত এই দুই পরীক্ষা একযোগে নেওয়া হবে। এই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দু'দফায় পরীক্ষা চলবে। এর মধ্যে প্রথম দফা চলবে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, দ্বিতীয় দফা চলবে বিকেল ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। পরীক্ষা হবে কমপিউটার-ভিত্তিক, এতে দু"টি পত্র থাকবে, উভয় পত্রেই একাধিক উত্তর থেকে সঠিকটি বেছে নিতে হবে বলে জানা গিয়েছে। যাঁরা পরীক্ষায় বসতে চান, তাঁরা ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

১. অনলাইনে আবেদন শুরু হচ্ছে ১০ আগস্ট, ২০২১ তারিখ থেকে, শেষ দিন ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

২. পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া যাবে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত।

৩. ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনেই আবেদনপত্র সংশোধন করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

১.০১-লক্ষাধিক দৈনিক সংক্রমণ, আমেরিকায় করোনায় ৬৫৭ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ১১ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বেড়েই চলেছে আমেরিকায়, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১.০১-লক্ষের বেশি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ৬৫৭ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,০১,২৫৪ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ৬৫৭ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৬২ জনের।

আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,০১,২৫৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৫৭ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬,৮৯২,২১৫-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২৯,৯৬৬,৩২১ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬,২৯১, ২৩১-তে পৌঁছেছে।

সায় ডিসিজিআই-এর, করোনা ঠেকাতে পরীক্ষা হবে মিশ্র টিকার কার্যকারিতা

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত রুখতে এবার পরীক্ষা করা হবে মিশ্র টিকার কার্যকারিতা। কোভ্যাক্সিন ও কোভিশিল্ড টিকর মিশ্রণ স্টাডি করার জন্য অনুমতি দিয়েছে ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)। তামিলনাড়ুর ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজে স্বেচ্ছাসেবকদের শরীরে এই মিশ্রণ পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করে দেখা হবে, তা কোভিডকে ঠেকাতে সক্ষম কি না।

ভারতে ইতিমধ্যেই অনেকের শরীরে কোভিডের ডেল্টা প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। ফলে করোনার তৃতীয় ঢেউ নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় কোভ্যাক্সিন ও কোভিশিল্ড টিকর মিশ্রণ স্টাডি করার জন্য অনুমতি দিল ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)। পরীক্ষামূলক ফল কী আসে, তা জানার অপেক্ষায় দেশবাসী।

উত্তর কলমচৌড়ায় নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ আগস্ট।। উত্তর কলমচৌড়া থেকে নেশা সামগ্রী এসকাফ উদ্ধার,ওএক জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কলমচৌড়া থানায় এলাকায় অবৈধ নেশা কারবারির মৃগয়া ক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে।পাঁচার বানিজ্যে ও,পএ পত্রিক এবং টেলিভিশনে সংবাদ শিরোনামে স্থান দখল করে নিয়েছে। গতকাল রাত দুই ঘটিকার সময় উত্তর কলমচৌড়া বড় মুড়া আমির হোসেনের বাড়িতে পুলিশ অবৈধ নেশা সামগ্রী উদ্ধারের জন্য অভিযান চালান।কলমচৌড়া থানা পুলিশের নিকট গোপন সংবাদ ছিল ,যে আমির হোসেনের ছেলে নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত,সুএ মোতাবেক অভিযান চালিয়ে আটশত নেশার এসকফ সিরাপের বোতল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। ছেলে পুলিশের ভয়ংকর অভিযানের খবরাখবর পেয়ে পালিয়ে গেল।পুলিশ আচমকা বাড়ির মালিক আমির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে,থানায় নিয়ে আসেন।এসকাফ নেশা সামগ্রী বোতলের বতর্মান বাজার মূল্য প্রায় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আজ সকাল এগারো টার সময় আমির হোসেন কে সোনামুড়া আদালতে সোর্পাদ করা হয়। কলমচৌড়া থানার পুলিশ এন ডি পি এস একটি মামলা দায়ের করেন। উক্ত অভিযানে পুলিশ ও টি এস আরের নেতৃত্বে ছিলেন কলমচৌড়া থানার এ এস আই রতীন্দ্র দের্বমা।এই অবৈধ নেশা কারবারের সঙ্গে কে বা কাহারা জড়িত গোটা বিষয়ে পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

ফের চিটফান্ড সংস্থার তল্লাশি শুরু সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই শহর থেকে জেলায় বেড়েছে প্রতারকদের প্রতারণা। তবে, এই পরিস্থিতির মাঝে অত্যন্ত সক্রিয় সিবিআইয়ের অফিসাররা। বুধবার থেকে শহরজুড়ে ফের চিটফান্ড সংস্থার তল্লাশি শুরু সিবিআইয়ের। গত কয়েকদিন ধরেই কিছুটা কম রয়েছে রাজ্যজুড়ে করোনা গ্রাফ। কিন্তু এই পরিস্থিতির মাঝে প্রতারকরা ক্রমাগত বজায় রেখেছে প্রতারণা। এই পরিস্থিতির মাঝে ফের রাজ্যে জুড়ে চিটফান্ড সংস্থায় তল্লাশি অভিযান শুরু করল সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর , মন্ত্র ই সার্ভিসেস নামে এক চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্কিম দেখিয়ে বাজার থেকে বেআইনিভাবে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে।

ডিওয়াইএফআইয়ের বিক্ষোভ সোনামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ আগস্ট।। রাজ্যে নির্বাচনের এখনো বাকি রয়েছে প্রায় ১৯মাস, কিন্তু দিন যতই দিন গনিয়ে আসছে ঠিক ততটাই নির্বাচনী পারদ যেন উর্ধমুখী হচ্ছে।রাজ্যে ২০১৮ নির্বাচনে বিজেপির দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কতটুক কাজ করার কথা ছিল আর বাস্তবের মাটিতে আধু তার ঠিক কতটুকু পালন করেছে তা ত্রিপুরার খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবি মহলের খুব ভালো করেই জানা আছে।একেই তো গ্রাম থেকে শুরু করে পাহাড়ী জনজাতি ভাই বোনদের কর্মবিমুখতার চিত্র ফুটে উঠেছে বছর দুয়েক আগে থেকেই, কিন্তু বর্তমানে পূর্বের সেই পরিচিত সোনালি ত্রিপুরার চিত্রটা একেবারেই যে পাল্টে গেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।আর মানুষও বিজেপি ও আইপিএফটি জোট সরকারের প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে এখন অনেকটাই হতাশা গ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে আর এ থেকে বাদ যায়নি খুদ শাসকদলীয় সমর্থক থেকে শুরু করে কর্মকর্তারাও।এই জোট সরকারের প্রতি এক হ্রাশ ক্ষোভ উগ্রে দিয়ে আজ সোনামুড়া দেখা গেল বাম যুবাদের নব্য যৌবনের ঢেউ।এদিন সোনামুড়া মহাকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত হাজার হাজর যুবারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শামিল হল আট দফা দাবির ভিত্তিতে বিক্ষোভ মিছিলে।উক্ত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব উপস্থিত, ছিলেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, বিভাগীয় সভাপতি পীযূষ কান্তি দেবনাথ,রাজ্য কমিটির সদস্য বিল্লু আচার্য মনির হোসেন এবং উপজাতি সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব খোরাং ত্রিপুরা।এদিন বর্তমান রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করে নবারুণ দেব এবং পলাশ ভৌমিক তুলে ধরলেন জোট সরকারের কর্মবিমুখতা এবং বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির কথা।তারা বলেন রাজ্য সরকার পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বছরে যুবক যুবতীদের জন্য ৫০০০০ চাকরির ব্যবস্থা করবেন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্মার্টফোনের ব্যবস্থা রেগার মজুরি বৃদ্ধি,ভাতা বৃদ্ধি এবং ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্থায়ী সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু বাস্তবে তাদের দেওয়া প্রতিটা প্রতিশ্রুতিই ছিল জুমলা।তবে এদিনের কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দান করলেও বাম যুবারা তা প্রত্যাখ্যান করে এগিয়ে যায়। যদিও এর পর দশজন যুব কর্মীকে তারা গ্রেফতার করে নিয়ে যায় কিন্তু পরবর্তী সময়ে এদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তবে এদিনের এই কর্মসূচি ও বাম যুবদের এই জনপ্লবন দেখে সোনামুড়া বাসীর এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে যে এক ব্যাপক সাড়া ফেলবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। প্রয়োজনে এই কাজে লোক নিযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় মানুষের রোজগারের সুযোগের সৃষ্টি করা যাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকার বায়োগ্যাস প্রকল্পের সুফল প্রদানে বদ্ধপরিকর। এই প্রসঙ্গে তিনি ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক রূপায়িত সেক্স সর্টেড সিমেনের মাধ্যমে স্ত্রী গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে রাজ্যে বায়োগ্যাস প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ প্রকল্পে দ্বিতীয় ফেজে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ধারাবাহিক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। একটি আকর্ষনীয় ডিজাইন তৈরি করে এই প্রকল্পকে প্রচারের আলোয় নিয়ে যেতে হবে। কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও রাখার অভ্যাস শুরু হয় সচেতনতার মাধ্যমে। এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী বর্জ্য পৃথকীকরনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, এই প্রকল্পে একটি গ্রামের পরিচ্ছন্নতা অন্য একটি গ্রামকে অনুপ্রানিত করতে পারে।

এদিকে পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ প্রকল্পে দ্বিতীয় ফেজে কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বছর রাজ্যের ৩৫০টি গ্রামে এই প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পরবর্তী সময়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিশালগড় থানার পুলিশ। সেখানে গিয়ে মৃতদেহ গাছ থেকে নামিয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে ময়নাতদন্তের জন্য। এদিকে জানা যায় মৃত যুবক গত মঙ্গলবার বিশালগড় থেকে একটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্য বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু সজল রুদ্র পালের বাড়ির লোকজন এবং মেয়ের বাড়ির লোকজন উভয়ের মধ্যে কথা হয় এরমধ্যে দিন-তারিখ করে তাদেরকে সামাজিকভাবে বিয়ে করানো হবে কিন্তু সজল বৃহস্পতিবার কি কারনে ফাঁসিতে আত্মহত্যা পথ বেছে নিয়েছে তা এখনো স্পষ্ট জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পর আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে তা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

ক্ষুদিরাম

● প্রথম পাতার পর

কারণে বড় ধরনের কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। করোনা বিধি মেনে সংক্ষিপ্ত ভাবে ক্ষুদিরাম বসুর শহীদান দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্যোক্তা কমিটির কর্মকর্তারা বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিয়ের পুরুষদের সম্পর্কে ছাত্র যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তারা আরো বলেন বিয়ের শহীদরা যে প্রত্যাশা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম বলিদান দিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য এখনো পুরোপুরি সফল হয়নি। দেশের সরকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। প্রতিদিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। নানাভাবে গরিব অংশের মানুষের ওপর চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন সফল না হওয়ায় উদ্যোক্তারা আক্ষেপ করেন।আগরতলা শহর শহরের অন্যান্য স্থানসহ রাজ্যের সর্বত্রই শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৪ তম শহীদান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

বহুগুণ বেড়ে গেছে। পুলিশ ও চোরের টিকির নাগাল পাচ্ছে না।উল্লেখ্য গত পাঁচ জুলাই কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য থেকে উদয়পুর জাগরণ পত্রিকার সাংবাদিকরা টি ভি এস বাইক চুরির চার দিনের মাথায় জোলাই বাড়ির সাংবাদিক বিপ্লব বৈদ্যের উপস্থিত বুদ্ধির জন্য পুলিশের সহযোগিতায় বাইকটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। টি আর-০৩-৯২৫১ নাম্বারের বাইকটি আজ দিনের বেলায় উদয়পুর রাজারবাগ মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন ওয়ারিশ কোম্পানির বিল্ডিংয়ের সামনে থেকে চুরি হয়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত এখনো বাইকটি পাওয়া যায় নি। বাইকের মালিকের নাম শিমুল আহমেদ কাজী।

মৃত্যুহীন

● প্রথম পাতার পর

আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখল করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৭৪ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩১ জন, গোমতি জেলায় ২২ জন, ধলাই জেলায় ১৭ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৬ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৪ জন, উনকোটি জেলায় ৫০ জন এবং খোয়াই জেলায় ১২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

থানায়

● প্রথম পাতার পর

বলেন, অন্যায়ভাবে ধৃত তৃণমূল কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য গুচ্ছের মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করল খোয়াই থানার পুলিশ।

অঙ্গন

বিশ্বকাপের পরেই টিম ইন্ডিয়া ছাড়ছেন হেড কোচ শাস্ত্রী, চাঞ্চল্য তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে টি-২০ বিশ্বকাপের পরেই টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ পদ ছাড়ছেন রবি শাস্ত্রী। রবি শাস্ত্রীর সঙ্গেই কোচিং স্টাফের বাকি সদস্যদের চুক্তি হয়েছিল ২০১৯ পর্যন্ত। জানা গিয়েছে, শাস্ত্রী নাকি ইতিমধ্যেই বোর্ডের বেশ কিছু সদস্যদের জানিয়ে দিয়েছেন, চুক্তির মেয়াদ শেষের পর আর থাকতে আগ্রহী নন তিনি। দেশের জার্সিতে নামকরা অলরাউন্ডার ছিলেন। খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরে ২০১৪-য় ইংল্যান্ড সফরের সময় জাতীয় দলের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হন তিনি। ক্রিকেট ডিরেক্টর পদে ২০১৫-র বিশ্বকাপে হেড কোচ ডানকান ফ্লেচারের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ায় কাজ করেছেন। ফ্লেচার ছেড়ে যাওয়ার পরেও নিজের পদে বহাল ছিলেন তিনি। ক্রিকেট ডিরেক্টর পদে শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেখা গিয়েছিল ২০১৬-য় টি-২০ বিশ্বকাপের সময়। যেখানে ভারত সেমিফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

২০১৬ সালে শাস্ত্রীর পরিবর্তে জাতীয় দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় অনিল কুম্বলের হাতে। পরে কুম্বলে পদত্যাগ করার পরে কোচের পদে নিয়োগ করা হয় শাস্ত্রীকে। সেই সময় টিম ইন্ডিয়ায় কোচের পদে আবেদন করেছিলেন মাইক হেসন, টম মুডিরাও। ২০১৯-এ কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি রবি শাস্ত্রীকে পুনর্নিয়োগ করে।

২০১৭-য় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দাপটে জয়ের মাধ্যমে সফর শুরু করে রবি শাস্ত্রীর ভারত। তারপরে শাস্ত্রীর কোচিংয়ে একের পর এক উত্তুঙ্গ কীর্তি গড়েছে ভারত- ২০১৯-এ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছনো হোক বা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠা। শাস্ত্রীর কোচিংয়েই ভারত প্রথম এশিয়ান দল হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জিতে এসেছে। আইসিসি টেস্ট ক্রমতালিকায়-ও ভারত ধারাবাহিকভাবে শীর্ষস্থান অর্জন করে এসেছে। শাস্ত্রীর কোচিং স্টাফে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বোলিং কোচ ভরত অরুণ, ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর এবং ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। অরুণ এবং শ্রীধর টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে রয়েছেন ২০১৪ থেকে। তবে বিক্রম রাঠোর দলে যোগ দিয়েছেন ২০১৯-এ।

শাস্ত্রী জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পরে নিজের পুরোনো পেশা ধারাভাষ্য জগতেও ফিরে যেতে পারেন।

সচিনের বাড়িতেই জমিয়ে আড্ডা দিলেন টোকিও অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী মীরাবাঈ চানু

টোকিও গেমসে ভারত তাদের অলিম্পিক্স ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ পারফরম্যান্স করেছে। ৭টি পদক জিতেছে ভারতীয় অ্যাথলিটরা। আর এই পদক জয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল মণিপুরের ২৬ বছর বয়সী অলিম্পিয়ান মীরাবাঈ চানুর হাত ধরে। গেমসের ইতিহাসে ভারত প্রথম বার প্রথম দিনেই পদক জিততে সমর্থ হয়েছিল চানুর হাত ধরে। দেশে ফেরার পরেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে যাচ্ছেন মীরাবাঈ। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রেটি সকলে তাঁকে প্রশংসায় ভরাচ্ছেন। এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হল ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের নামও। সচিনের বাড়িতে বসে একেবারে ঘরোয়া মেজাজে জমিয়ে আড্ডা দিলেন ভারতীয় ক্রীড়াজগতের দুই নক্ষত্র।

ঘরোয়া আড্ডাতে উঠে এল দুই কিংবদন্তির জীবনের নানা গল্প। একে অন্যের গল্প মন্ত্রমুগ্ধের মতন

শুনলেন দু”জনে। বুধবার সকালে সচিনের মুম্বইয়ের বাড়িতে আসেন চানু। সেখানেই ভারতীয় ক্রীড়ার প্রতিভাবান নক্ষত্র চানুর সঙ্গে দেখা হয় সচিনের। ফুল দিয়ে অলিম্পিক্সে রুপোজয়ীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দিনের শুরু করেন ”লিটল মাস্টার”। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন দুই কিংবদন্তি। সচিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মীরাবাঈ চানু সেই ছবি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা ইতিমধ্যেই ভাইরাল। ভক্তরা দুই কিংবদন্তিকে অকুণ্ঠ ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সচিন যে তার ক্রীড়াজগতের অন্যতম প্রেরণা তা জানাতে ভোলেননি চানু। মীরাবাঈ চানু ইন্সটাগ্রামে সচিনের সঙ্গে পোস্ট করা সেই ছবিতে লেখেন ” সকালে সচিন তেন্ডুলকর স্যারের সঙ্গে দেখা হল তাঁর বাড়িতে। তাঁর সত পরামর্শ এবং অনুপ্রেরণামূলক শব্দগুলো আমার সঙ্গে সারাক্ষণ,সারা জীবন থাকবে। ওঁর সঙ্গে দেখা করে সত্যিই আমি অনুপ্রাণিত।” চানুর সঙ্গে দেখা হওয়ার উচ্ছ্বাসও শেয়ার করেছেন সচিনও। উল্লেখ্য ২০০০ সালে সিডনি গেমসে কর্নম মালেশ্বরীর হাত ধরে ভারোত্তোলন থেকে ভারত পদক জেতার ২১ বছর পরে ফের একবার ভারোত্তোলন থেকে চানুর হাত ধরে ভারত পদক এসেছে ভারতে।

মেসির বার্সা ছাড়ায় আমার হাত নেই: রিয়াল সভাপতি

অভিযোগটা বেশ বিস্ময়কর, লিওনেল মেসির বার্সেলোনা ছাড়ার পেছনে ভূমিকা আছে ফ্লোরেন্তিনো পেরেসের। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি।

৫০ শতাংশ বেতন কমিয়ে কাম্প নউয়ের দলটিতে থেকে যেতে চেয়েছিলেন মেসি। বার্সেলোনা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা জানান, ক্লাবের আর্থিক দূরাবস্থা ও লা লিগার ফিন্যান্সিয়াল ফেয়ার প্লের কারণে মেসির সঙ্গে চুক্তি করা সম্ভব হয়নি।

চোখের জলে প্রিয় ক্লাবকে বিদায় জানানো আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড এরই মধ্যে বেছে নিয়েছেন নতুন ঠিকানা। এখন থেকে ফ্রান্সের দল পিএসজির হয়ে খেলবেন তিনি।

তবে মেসিকে ধরে রাখতে বার্সেলোনা যথেষ্ট তৎপরতা দেখায়নি বলে দাবি হাউমে ইয়োপিসের। এস্পাই বার্সা প্রজেক্টের বোর্ড থেকে পদত্যাগ করা বার্সেলোনার এই সদস্যর দাবি করেন, পেরেসের ইচ্ছার কাছে নত হয়েছেন লপোর্তা। স্প্যানিশ একটি দৈনিকের বরাত দিয়ে বুধবার এমন তথ্য দিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স।

“মেসির চলে যাওয়াটা ফ্লোরেন্তিনোকে সাহায্য করেছে। ভেবে দেখুন, (কিলিয়ান) এমবাপে এখন রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন।”

আর এই কাজে পেরেসকে বার্সেলোনার নতুন সিইও ফেররান রেভেরতের সহায়তা করেছেন বলে দাবি ইয়োপিসের।

“নতুন সিইও ফেররান রেভেরতেরের পরামর্শেই ‘সিভিসি ক্যাপিটাল পার্টনার্স’ এর কাছে লা লিগার ১০ শতাংশ বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাবে সই করেননি লাপোর্তা, তাছাড়া তার পরামর্শেই পেরেসের সঙ্গে তিনি থেকে গেছেন সুপার লিগ প্রজেক্টে।”

“কাকতালীয়ভাবে রেভেরতের হলেন পেরেসের দীর্ঘ দিনের বন্ধু এবং তাদের মিলিত প্রচেষ্টা লাপোর্তার মত বদলে দেয় এবং আলোচনা (মেসির চুক্তির ব্যাপারে) বন্ধ হয়ে যায়।”

পেরেসের দাবি, রেভেরতেরের সঙ্গে আগে তার দেখা হয়েছে কেবল দুইবার- প্রথমবার চার মাস আগে, আরেকবার গত শনিবারের ডিনারে যেখানে লাপোর্তা ও ইউভেন্তুস চেয়ারম্যান আন্দ্রেয়া আগনেল্লিও ছিলেন। তবে তত দিনে সব সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে বলে দাবি পেরেসের।

“এটা অসম্ভব যে মেসির চলে যাওয়ার পেছনে আমার হাত আছে, অথবা বার্সেলোনার নেওয়া অন্য কোনো সিদ্ধান্তে। আশা করব, ইয়োপিস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার মিথ্যা বক্তব্য সংশোধন করবেন।”

সম্প্রতি লা লিগা তাদের ব্যবসার ১০ শতাংশ বেসরকারি ইক্যুইটি ফার্ম ‘সিভিসি ক্যাপিটাল পার্টনার্স’এর কাছে বিক্রির উদ্যোগ নেয়। তবে এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে প্রতিযোগিতাটির সফলতম দুই দল রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। ইউরোপের ১২টি ফুটবল ক্লাব নিয়ে যে সুপার লিগের পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেখান থেকে ৯টি ক্লাব সরে গেলেও থেকে গেছে বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ ও ইউভেন্তুস।

পিএসজিতে যোগ মেসির, একদিনে ক্লাবের ফলোয়ার বাড়ল ২০ লাখ

প্যারিস, ১১ আগস্ট (হি.স.) : বার্সেলোনা নয়, মঙ্গলবার থেকে আগামী দু’বছর লিওনেল মেসির ঠিকানা প্যারিস। চরম অর্থসংকটে থাকা বার্সেলোনা থেকে চোখের জলে মেসির বিদায় ঘটে গিয়েছিল। মেসি বার্সা ছাড়ছেন, তিনি প্যারিস সাঁ জাঁ যাচ্ছেন, এই খবর নিশ্চিত হয়েছিল। এত ফুটবলবিশ্বের ভয়ংকরতম ফরোয়ার্ড লাইন ‘এমএনএম’, মেসি-নেইমার- এমবাপে। মেসির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে বলে, আগাম আইফেল টাওয়ার বুক করে ফেলেছিল পিএসজি। প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবারআনুষ্ঠানিক ঘোষণা হল। কুড়ি বছরের বেশি মেসি ছিলেন বাসিন্দা ছিলেন যে শহরের, তা এখন থেকে শুধুই স্মৃতি আর্জেন্টিনা মহানায়কের কাছে। সাপ্তাহিক এক মিলিয়ন পাউন্ডের চুক্তিতে আগামী দু’বছরের জন্য পিএসজিতে চুক্তিবদ্ধ হলেন মেসি। মঙ্গলবার তিনি প্যারিসের বিমানবন্দরের বাইরে পা রাখামাত্র সমর্থকদের আবেগ-বিস্ফোরণ ঘটল। ক্লাবের বিশাল পতাকা নিয়ে বিমানবন্দরের বাইরে জনঅরণ্য অপেক্ষা করছিল, কখন প্রাণাধিক প্রিয় লিওকে দেখবেন। শেষ পর্যন্ত লিও বেরোলেন সপরিবারে। প্যারিস সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়াতে নাড়াতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে মেসিকে স্বাগত জানাল পিএসজি। রাতের আইফেল টাওয়ারে আবার ‘লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো’ আয়োজন করে মেসির আগমনের সদর্প ঘোষণা করল ক্লাব। মেসির ফুটবলজীবনে নতুন ভোর ঘোষণা করে। দেশে পদার্পণ করতেই একলাফে জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁয়ে ফেলল প্যারিস সাঁ জাঁ। ক্লাবের সোশ্যাল মিডিয়ার ফলোয়ার সংখ্যা একদিনে বাড়ল ২০ লাখ। ইনস্টাগ্রামে যেমন রাতোরাতি নতুন করে ফলোয়ার হয়েছেন সাড়ে ৮ লক্ষ। ফেসবুকেও একদিনে বেড়েছে ২ লক্ষ ফলোয়ার। মেসির প্রতি মুহূর্তের আপডেট পেতে পিএসজির টুইটার পেজেও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে নেটিজেনদের সংখ্যা। সব মিলিয়ে অগণিত ভক্তের ভালবাসা নিয়ে নয়া পথ চলা শুরু মেসির।

দি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার
বাবা গঙ্গানাথ মার্গ, মৌনিরকা,
নয়াদিল্লি-১১০০৬৭

নং-বি.১২০২৮/৪/২০২১-এডমিন.।।

শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি

দি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার (এনএইচএফডাব্লিউ) একটি স্বশাসিত/প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান যা স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি সংক্রান্ত দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ, পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, পরামর্শ ইত্যাদি পরিষেবা দিতে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন নোডাল এজেন্সি এর সাথে দেশব্যাপী কাজ করছে। এই সংস্থার নিম্নলিখিত পদের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করছে মূলত কোভিড-১৯ সংক্রান্ত প্রকল্প যা ভারত সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন। এই প্রকল্পটি ২০২২ এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এবং তাতে তথ্য প্রযুক্তিগত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। এই শূন্যপদে নিয়োগ (চুক্তির ভিত্তিতে) করা হচ্ছে সিএইচআই, এনএইচএফডাব্লিউ এবং এমওএইচএফডাব্লিউ, নির্মাণ ভবন, নতুন দিল্লি এর অধীন।

ক্রম নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	সর্বোচ্চ বেতন (প্রতি মাস) সমস্ত কর মিলিয়ে
১	ম্যানেজার/সিনিয়র টেকনিক্যাল প্রজেক্ট ম্যানেজার	১	২,০০,০০০/-
২	প্রোডাক্ট ম্যানেজার/টেকনিক্যাল প্রজেক্ট ম্যানেজার	১	১,৬৭,০০০/-
৩	টিম লিডার/আরকিটেক্ট	২	২,৩২,৯৬০/-
৪	ডেভ ওপিএস (পিএইচপি ডেভলপার্স)	৬	১,০০,০০০/-
৫	ডাটাবেইস এডমিন	১	১,৮৯,১২৪/-
৬	আরকিটেক্ট (সিস্টেম এডমিন)	১	২,৩২,৯৬০/-
৭	টেষ্টার/টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার	১	৯৫,০০০/-
৮	আরকিটেক্ট (সিকিউরিটি এডমিন)	১	২,৩২,৯৬০/-
৯	ওয়েব ডিজাইনার / ইউআই ডিজাইনার	১	৯০,০০০/-
১০	সিনিয়র ইউআই ডিজাইনার (টেবলিও রিসোর্স)	১	১,১৫,০০০/-

আগ্রহী এবং যোগ্য প্রার্থীরা তাদের পূরণ করা আবেদন পত্র সাথে জীবনপঞ্জি ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক ১৫/০৮/২০২১ এর বিকাল ৫টার মধ্যে পাঠাতে হবে এই ইমেইলে-chivacasncy@nihfw.org
বিস্তারিত জানতে সাথে বিজ্ঞাপনের হিন্দি ভার্সন দেখতে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট দেখুন ঃ “www.nihfw.org” অথবা MoHFW’s website “www.mohfw.gov.in”.

davp 17153/11/0007/2122 অধিকর্তা

সিভিসির সঙ্গে লা লিগার চুক্তির আরও বিরোধিতা

রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার পর এবার স্প্যানিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও (আরইইএফ) লা লিগার ১০ শতাংশ বিক্রি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। তাদের মতে, প্রস্তাবিত এই চুক্তি স্প্যানিশ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বৈষম্য সৃষ্টি করবে এবং উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। স্পেনের শীর্ষ লিগ কর্তৃপক্ষ গত বুধবার জানায়, ব্যবসার ১০ শতাংশ ‘সিভিসি ক্যাপিটাল পার্টনার্স’ এর কাছে বিক্রি করে ২০৭ কোটি ইউরো পাওয়ার আশা করছে তারা। চুক্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রতিযোগিতাটির দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত উন্নতির পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। পরদিন আলাদা বিবৃতিতে প্রতিযোগিতাটির সফলতম দুই দল রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা সরাসরি জানায়, লা লিগার সিদ্ধান্তে একমত নয় তারা। লা লিগা জানিয়েছিল, ‘বুস্ট লা লিগা’ নামের এই চুক্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে সমৃদ্ধ করবে এবং তাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট বাস্তবায়নে সাহায্য করবে। পাশাপাশি খেলোয়াড়দের বেতন স্কেলও বাড়িয়ে দিবে। এক বিবৃতিতে বুধবার নিজেদের অবস্থান জানায় স্প্যানিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

“আরইইএফ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের বিভিন্ন দলের অভিযোগ এবং মন্তব্য নিয়ে অবহিত রয়েছে, আমরা দৃঢ়ভাবে এই চুক্তির বিরোধিতা করছি। এই চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটা বৈষম্য বাড়াবে এবং মৌলিকভাবে স্পেনের পেশাদার ফুটবল প্রতিযোগিতার বিন্যাসের যুক্তিসঙ্গত উন্নয়নকে অসম্ভব করবে।” এই বিবৃতির কড়া সমালোচনা করেছেন লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস। তার মতে, বিদ্রোহী ইউরোপিয়ান সুপার লিগ নিয়ে নিশ্চুপ আরইইএফ তাদের প্রস্তাবিত চুক্তি ঠিকমত না দেখেই এই বিবৃতি দিয়েছে।

“আরইইএফ অবশেষে বহুল প্রতীক্ষিত বিবৃতি দিল সুপার লিগ নিয়ে... ওহ না! একটি প্রজেক্ট যা স্প্যানিশ ফুটবলে অসমতা নিয়ে আসত, সেটা নিয়ে তারা কিছুই বলেনি। অবশ্যই তারা লা লিগাকে আক্রমণ করতে ভুল করেনি। নির্দেশাবলী অবশ্যই মানতে হবে... এমনকি তারা যদি কাগজপত্র ঠিকমত নাও দেখে!” মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে রিয়াল মাদ্রিদ জানায়, তারা তেবাস এবং ‘সিভিসি ক্যাপিটাল পার্টনার্স’ এর প্রধান হাভিয়ের দে হাইমে গিহারোর বিরুদ্ধে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা করবে। এর আগে বার্সেলোনা প্রসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তা বলেন, এই চুক্তি ক্লাবকে আগামী ৫০ বছরের জন্য বন্ধক রাখার সামিল। এই চুক্তির ফলে বার্সেলোনার অর্থনৈতিক দুর্দশা কমত এবং লিওনেল মেসির সাথে নতুন চুক্তি করা সম্ভব হত, এরপরও তিনি এই চুক্তির বিরোধিতা করবেন। বার্সেলোনার সাথে নতুন চুক্তি ভেস্তে যাওয়ার পর বুধবার দুই বছরের চুক্তিতে পিএসজিতে যোগ দিয়েছেন মেসি।

Deted, the 9th August, 2021

Notice Inviting Tender

Directorate of **Kokborok & Other Minority Languages,** Government of Tripura invites Open Tenders from the bonafied Printing Agencies/Firms for printing of **CHAKMA Language Literary-Book ,** namely **'SUKTARA' (in Chakma Script).** The interested bidders are requested to quote their rate for printing of I nos. **CHAKMA- Language Literary-Book ,** namely **'SUKTARA' (in Chakma Script)** as per the details below:-

Scope of work in brief	EMD	Contract Period	Period of Collecting Bidding Document	Date of Submission of Tender
Printing of Chakma Language literary Books of **1000 nos.** copies having the following title– i. **SUKTARA** (in Chakma Script)	Rs. 5,000/-(refundable)	30 days from the date of Award of Contract (AoC)	from the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shikshsa Bhavan, Officle Lane - Time: 11:00 am to 5:00 pm on all working days from 17--08-21 to 25-08-21. (on all working days)	at the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shikshsa Bhavan, Officle Lane - from 18-08-21 to 27-08-21 3:30 pm (on all working days)

ICA-C-1726/2021-22

Director
Kokborok & Other Minority Languages
Government of Tripura
Education Deptt. (School)

আইসিসি টি-২০ অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ফের সাকিব

দুবাই, ১১ আগস্ট (হি.স.) : সদ্য বাংলাদেশ সফরে এসে নাস্তানাবুদ হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। শেষ ম্যাচে সাকিবের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সামনে লজ্জার ৬২ রানে ভেঙ্গে পড়েছিল অজি ব্যাটিং লাইন আপ। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ দাপটের সঙ্গে ৪-১ জিতেছেন সাকিবরা। আগুনে ফর্মের পুরষ্কার ও পেয়ে গেলেন সাকিব। আইসিসির সদ্য প্রকাশিত টি-২০ অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান আবার বাংলাদেশের অলরাউন্ডারের দখলে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন সাকিব। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেছেন তিনি। লো স্কোরিং সিরিজে কঠিন পিচে সাকিবের ব্যাট থেকে এসেছে ১১৪ রান, গড় ২২.৮০। পাঁচটি টি টোয়েন্টিতে ১৯.৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে তার ঝুলিতে ৭ উইকেট। সিরিজের অন্তিম ম্যাচে অজিদের লজ্জার মুখে ফেলে দেয় বাংলাদেশ। মাত্র ১৩.৪ ওভারে ৬২ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। কারিগর কে? অবশ্যই সাকিব। ৩.৪ ওভার বল করে মাত্র ৯ রান দিয়ে একটি মেডেন সহ ৪টি উইকেট তুলে নেন বাংলাদেশী অলরাউন্ডার। দুর্দান্ত পারফর্মেন্সের প্রতিফলন আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে। টি ২০ অলরাউন্ডারদের তালিকায় আফগানিস্তানের মহম্মদ নবিকে পিছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে এলেন সাকিব।

PRSS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-30/EE/RD/ TLM-DIV/21-22, Dt: 07/08/2021.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up. to **5.00 P.M on 17/08/2021 for 01(One) No.** Work. For details visit website-https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-1720/2021-22

Notice inviting e- tender
PN I e-T- 25 IEEIRDIBSGDISPJ/2020-21/1771, dt. 09/08/2021
The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Guve:nor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 23.08.2021 for the following works:
1) DNIe-T No: e-DT- 38/MTC PANCHAYAT OFFICE/KTL/EE/RD/BSGD/ 2021-22. (Est. Cost- Rs. 5,25,546.00)
2) DNIe-T No: e-DT-39/Toilet-Water tank/Spun pipe/Brick sol/D Taibandal /MBG/ EE/RD/BSGD/ 2021-22. (Est. Cost- Rs. 6,44,672.00)
3) DNIe-T No: e-DT-40/Toilet Water/Cross—drainnrick sol/D & U Taibandal/MBG/ EE/RD/BSGD/ 2021-22. (Est. Cost- Rs. 12,21,800.00)
4) DNIe-T No: e-DT-107/WATERTANK/D TAIBANDAL/MBG/EE/RD/ BSGD/ 2020-21.(2ND CALL). (Est. Cost- Rs. 1,43,017.00)
5) DNIe-T No: e-DT-108/WATERTANK/ANANDAPUR/MBG/EE/RD/ BSGD/ 2020-21.(2ND CALL). (Est. Cost- Rs. 66,478.00)
6) DNIe-T No: e-DT-120/LIBRARY/N DURLAVPUR/KTL/ EE/RD/ BSGD/ 2020-21.(2ND CALL). (Est. Cost- Rs. 19,92,373.00)
7) DNIe-T No: e-DT-128/LIBRARY/S PAHARPUR/KTI.JEE/RD/ BSGD/ 2020-21.(2ND CALL). (Est. Cost- Rs. 19,92,373.00)
8) DNIe-T No: e-DT- 18 /LIBRARY/RAM NARAYAN/ CHRLM 117E /RD/ BSGD/ 2021-22.(2ND CALL). (Est. Cost- Rs. 19,13,315.00)
9) DNIe-T No: e-DT- 17 /LIBRARY/MAN DOB TILA/ CHRLM /EE /RD/ BSGD/ 2021-22.(2ND CALL). (Est. Cost- Rs. 19,13,315.00)
10) DNIe-T No: e-DT- 76 /SCIENCE LAB/PATHALIAGHAT/JMP/EE /RD/ BSGD/ 2020-21.(2ND CALL). (Est. Cost- Rs. 14,64,544.00)
Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference: Date: **17.08.2021** Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD-BSGD,Sepahijala,Tripura. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.
Note: - NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.

(Er. Kajal Dey)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

ICA-C-1715/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 14/EE-JRN/2021-22 **Dated: 07/08/2021**
Separate sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from owner or enlisted contractors / Firms / Agencies / Maftufacturers / Bonafied Suppliers / Authorized Dealer of Tripura PWD in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and P&T for hiring of vehicle (M&M Bolero / MarutiVan/Maruti Eco/Wagon-R) of 2016 model or onwards in FORM 8(eight) for the work:

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TENDER FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	“Hiring of commercial vehicle (MarutiVan/Maruti Eco/Wagon-R) of 2016 model or onwards for the use of office of the PWD(R&B) Sub-Division Khumulwng, Tripura (West) during the year 2021-22.”(2nd Call) DNIT No. 04/R/DNIe-T/EE-JRN/ 2021-2022	Rs. 3,25,680.00	Rs. 3,257.00	Rs. 1,000.00	12(Twelve) Months	uptp 4.00P.M on 23-08-2021	At 3.30 P.M on 24-08-2021	O/O the Executive Engineer, PWD(R&B) Jirania PWD (R&B),Agartala	Appropriate class.
2	“Hiring of commercial vehicle (MarutiVan/Maruti Eco/Wagon-R) of 2016 model or onwards for the use of office of the PWD(R&B) Sub-Division Mandwi, Tripura (West) during the year 2021-22.”(2nd Call) DNIT No. 06/R/DNIe-T/EE-JRN/ 2021-2022	Rs. 3,25,680.00	Rs. 3,257.00	Rs. 1,000.00	12(Twelve) Months				

Time for receipt of application for issue of Tender form. W.e.f 07-08-2021 to 23-08-2021at 4.00 PM and last date of submission of Tender is 24-08-2021 upto 3.00 pm.

For and on behalf of the cvvernorof Tripura
Excltative Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)

ICA-C-1709/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ PostÄöìÄöìal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বুধবার শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাল শহরের রাজনগর স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। ছবি নিজস্ব।

ভারতে ফের বাড়ল করোনা-সংক্রমণ, ৪৯৭ বেড়ে মৃত্যু ৪.২৯-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা ৫০০ ছুঁইছুঁই। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮ হাজার ৩৫৩ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪৯৭ জনের। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪০,০১৩ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৪৫ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৮৬,৩৫১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,১৫৭ জন, বিগত ১৪০ দিন পর সক্রিয় রোগীর সংখ্যা এতটা কমল। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,৭৭,৯৬২।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩৮,৩৫৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২০ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫১১ জন। ভারতে ৫১.৯০-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড- টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫১,৯০,৮০,৫২৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

বেতাগা বাজারে দুঃসাহসিক চুরি পুলিশের ভূমিকায় জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার বেতাগা বাজারে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রায় ৪০ হাজার টাকার জিনিস পত্র চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা বাজারে রাতের আঁধারে একটি মুদির দোকানে হানা দেয় চোরের দল।দোকানের মালিকের নাম বিকাশ সাহা। বুধবার সকালবেলা দোকান খুলতে গিয়ে দোকানের মালিক লক্ষ করেন দোকানে চুরি হয়েছে।চুরির বিষয়টি চোখে পরতেই দোকানের মালিক বিষয়টি পার্শবর্তী ব্যবসায়ীদের জানান। চুরির বিষয় নিয়ে দোকানের মালিক শান্তির বাজার থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। অভিযোগ পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এই চুরি নিয়ে দোকানের মালিক সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে জানান, এই চুরিকান্ডে উনার দোকান থেকে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকার জিনিসপত্র নিয়ে গেছে চোরেরা। কিছুদিন আগেও বেতাগা বাজারে এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। পরপর চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।চুরি থেকে রক্ষা পেতে বাজারের ব্যবসায়ীরা আরক্ষা দপ্তরের নিকট আবেদন করেন যাতে করে বাজার এলাকায় রাত্রিবেলায় পুলিশ টহলদারি বাড়ানো হয়। ব্যাবসায়ীরা বাজার কমিটির নিকট আবেদন করেন বাজারে একজন বেসরকারী নাইট গার্ড নিয়োগ করার জন্য। সকল ব্যবসায়ী নাইটগার্ডের মাসিক বেতন বহন করবে বলে তারা জানান।এখন দেখার বিষয় চোরকে আটককরতে ও ব্যবসায়ীদের দোকানের নিরাপত্তা প্রদানে আরক্ষা প্রসাশন কি পদক্ষেপ গ্রহন করে। পরপর এসব চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে তার থেকে নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

সীমান্ত পেরিয়ে পঞ্জাবে ঢুকছে অস্ত্রশস্ত্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন অমরিন্দর সিং

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : পঞ্জাব সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকছে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র। গত কয়েক মাস ধরে পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে বিপুল পরিমাণ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেড ও আইইডি পাঠানোর চেষ্টা হচ্ছে। গত রবিবারই টিফিন বাক্সের মধ্যে আইইডি উদ্ধার করেছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। সেই সঙ্গে জঙ্গিদের ছকও বানচাল করা হয়েছে। মূলত সীমান্তে নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং।

সম্প্রতি পঞ্জাব পুলিশের ডিজি দীনকর গুপ্ত জানিয়েছেন, অমৃতসরের ডালিকি গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গিয়েছে নাইন এম এম পিস্তল ও ১০০ রাউন্ড গুলি। নিরাপত্তার পাশাপাশি বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন নিয়েও মোদীর সঙ্গে আলোচনা করবেন অমরিন্দর। গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন অমরিন্দর। তিনি অনুরোধ করেন, পঞ্জাবে আরও ২৫ কোম্পানি সিআরপিএফ পাঠানো হোক। তাছাড়া পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের মোকাবিলা করার জন্য অ্যান্টি ড্রোন গ্যাজেট পাঠানো হোক বিএসএফকে।

স্বাধীনতা দিবস ও পঞ্জাবে বিধানসভা ভোটের আগে গোলমাল পাকানোর ছক কষছে আইএসআই। পায়রার মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে পাঞ্জাবে গোপন খবর পাঠাচ্ছে পাকিস্তান। ওই সময় পঞ্জাবের রোরানওয়ালা সেনাচৌকিতে একটি পায়রা ধরা পড়ে। সেটির পায়ে একটি নম্বর লেখা কাগজ পাওয়া গেছে। নম্বরটির তাতপর্য এখনও বোঝা যায়নি, তবে পায়রাটিকে আটকানো হয়েছে।

কিন্নরে পাহাড় ধসে মৃত্যু দু'জনের ১০ জনকে নিরাপদে উদ্ধার

কিন্নর, ১১ আগস্ট (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলায় পাহাড় ধসের কবলে পড়ল একটি ট্রাক, যাত্রীবোঝাই বাস ও কয়েকটি গাড়ি। হিমাচল সড়ক পরিবহণ নিগমের ওই বাসের ভিতরে কমপক্ষে ৪০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই ১০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, উদ্ধার হয়েছে দু"জনের মৃতদেহ। বুধবার দুপুর ১২.৪৫ মিনিট নাগাদ ভয়াবহ পাহাড় ধসের ঘটনাটি ঘটেছে কিন্নর জেলার রেকংপেও-শিমলা হাইওয়েতে নুগুলসারির কাছে। উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য ঘটনাস্থলে রয়েছে আইটিবিপি-র একাধিক টিম। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি একটি বাস ও গাড়ি ধসের কবলে পড়েছে। ইতিমধ্যেই হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমস্ত ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেছেন আইটিবিপি-র ডিজি-র সঙ্গেও।

কিন্নরের ডেপুটি কমিশনার আবিদ হুসেন সাদিক জানিয়েছেন, রেকংপেও-শিমলা হাইওয়ে থেকে যাওয়ার সময় একটি বাসের মাথায় এসে পড়ে পাথরের চাঁই। ওই বাসটি ছাড়া একটি ট্রাকও পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা বোল্ডারের নীচে চাপা পড়েছে। ৪০-এর বেশি মানুষ চাপা পড়ে আছেন। বাসটি রেকংপিও থেকে শিমলার দিকে যাচ্ছিল। তখনই মাঝ রাস্তায় ধস নামে। কিন্নরের বিধায়ক জে এস নেগি জানিয়েছেন, রেকংপেও-শিমলা হাইওয়েতে নুগুলসারির কাছে পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছে। বাস ছাড়াও কিছু গাড়ি ও ট্রাক চাপা পড়েছে। বাসের চালক ও একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। পাহাড় থেকে বারবার পাথর গড়িয়ে আসছে, তাই উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে।

রাজ্যসভায় কেঁদে ফেললেন নাইডু, দু'দিন আগেই শেষ লোকসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.)।। নজিরবিহীন হইহট্টগোলের সাক্ষী থেকেছে এবারের বাদল অধিবেশন। বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই পেগাসাস, কৃষি আইন-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তাল হয়েছে সংসদের উভয়কক্ষ। প্রতিদিনই একাধিকবার মুলতুবি করতে হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। মঙ্গলবারই অনভিপ্রেত ঘটনার সাক্ষী থেকেছে সংসদের উচ্চকক্ষ। মঙ্গলবারের হইহট্টগোল নিয়ে বলতে গিয়ে বুধবার কেঁদেই ফেললেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। বিরোধীদের আচরণে ক্ষুণ হয়েই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন নাইডু।

পাশাপাশি নির্ধারিত সময়ের আগেই লোকসভায় শেষ হয়ে গেল বাদল অধিবেশন। আগামী ১৩ আগস্ট, শুক্রবার সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিরোধীদের বিক্ষোভ, হাঙ্গামার মধ্যে প্রত্যাশা মতো কাজ হয়নি বলেই বুধবার লোকসভায় বাদল অধিবেশন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লা। অধিবেশন শুরু হওয়ার পর এদিনও রাজ্যসভায় হইহট্টগোল করেন বিরোধীরা। তাই দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন।

মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে চরম অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তিনটি কৃষি আইন খারিজ করার দাবিতে, বিরোধীরা মঙ্গলবার বসে পড়েন চেয়ারম্যানের সামনে 'রিপোর্টারস'টেবিল'-এ! শুধু তাই নয়, স্লোগান দিতে দিতে এক সাংসদকে বিধিনিয়মের ফাইল ছুড়ে মারতেও যায়। ওই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনেই বুধবার বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, "গণতন্ত্রের পবিত্র স্থানে মঙ্গলবার যা ঘটেছে, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে তার পরিণাম ভেবে আমি সত্যিই ভীত।" মঙ্গলবারের ঘটনা নিয়ে কথা বলতে বলতেই কেঁদে ফেলেন নাইডু।

উল্লেখ্য, গত ১৯ জুলাই সংসদে শুরু হয়েছিল বাদল অধিবেশন। প্রথম দিন থেকেই পেগাসাস, কৃষি আইন, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি-সহ একাধিক বিষয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধের সংসদে সরব হয়েছিলেন বিরোধীরা। শুরু থেকেই প্রায় প্রত্যেক দিনই ঘণ্টার পর ঘণ্টায় মুলতুবি থেকেছে উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষের অধিবেশন। স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়েছে প্রতিদিনই।

স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর আসাম রাইফেল ময়দানে চলছে জোড় কদমে প্রস্তুতি ।মোট দশটি প্লেটন ও চারটি ব্যান্ড নিয়ে হবে ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। রাজধানীর আসাম রাইফেলস ময়দানে অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও স্বাধীনতা দিবস পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে শামিল হবে দশটি প্ল্যাটন। থাকবে চারটি সুসজ্জিত ব্যান্ড পার্টি। গত কয়েকদিন ধরে আসাম রাইফেলস ময়দানে চলেছে মহড়া। মহড়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

গন্ডাছড়ায় রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১১ আগস্ট।। গন্ডাছড়া শহর এলাকার রাস্তা ঘাটের বেহাল দশা, প্রতিবাদে আবারো সরব যুব কংগ্রেস। গন্ডাছড়া বাজার এলাকার ডাক বাংলো চৌমহনী থেকে হরিপুর ২০ কার্ড, ১২ কার্ড, টিলাবাড়ী যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা। এই রাস্তা দিয়ে বর্তমানে যানবাহন চলাচল তো দুরের কথা মানুষ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। এই সব এলাকায় প্রায় দুই থেকে তিন হাজার লোকের বসবাস। বেহাল এই রাস্তা ধরে স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারন মানুষ হাট বাজারে আসা যাওয়া করতে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাস্তা সংস্কারের দাবীতে রাইমাভ্যালি ব্লক যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একাধিকবার গন্ডাছড়া পুর্ত দপ্তরের আধিকারিকের নিকট দাবি জানিয়ে আসলেও রাস্তা সংস্কারে দপ্তরের কোন হেলদোল নেই। এর মধ্যে আবার গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে রাস্তা আরও মারাত্মক আকার ধারন করে। আজ রাইমাভ্যালি ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার বেহাল রাস্তা পরিদর্শন করেন এবং এলাকাবাসীদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলেন। এদিন বাদল বাবু পূর্ত দপ্তরের ভূমিকায় এক প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান আগামী কিছু দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করা হবে।

ভারতে ৫১.৯০-কোটি ছাড়াল টিকাদান

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ৫১.৯০-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৪১.৩৮-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫১,৯০,৮০,৫২৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৪১,৩৮,৬৪৬ জনকে। ভারতে ৪৮.৫০-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে।

ত্রিপুরায় বিজেপি ভয় পেয়েছে, তাই পুলিশ অন্যায়ভাবে মামলা নিচ্ছে ঃ মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করার জন্যই ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে পুলিশ। খোয়াই থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-দের বিরুদ্ধে মামলায় এভাবেই বিজেপি জোট সরকারকে নিশানা করলেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত ও অন্যান্য দফতরের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা মলয় ঘটক। আজ তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি, নন কগ্নিজেবল অফেন্স অর্থাৎ অধর্তব্য অপরাধ জনিত মামলা গ্রেফতারীর কোন সুযোগ নেই। দেবাংশুদের গ্রেফতারীর মাধ্যমে অন্যায়ভাবে বিরোধীদের দমানোর অপকৌশলের সূত্রপাত করেছে পুলিশ। তাতে প্রমাণিত, ত্রিপুরায় বিজেপি ভয় পেয়েছে।

এদিন তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে ৯০ শতাংশ মানুষ তৃণমূলের পক্ষে রয়েছে। তাই বিপ্লব দেব বুঝে গেছেন, আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর বিদায় নিশ্চিত। তিনি বলেন, তৃণমূলকে জোর করে দমানো সম্ভব নয়। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখানো পথেই আমরা আন্দোলনে নেমেছি। তাই, এখন পুলিশী ভয় দেখিয়ে আমাদের দমানোর চেষ্টা হচ্ছে। আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলায় খোয়াই থানার ওসি-র পদত্যাগ দাবি করেছেন মলয় ঘটক। তাঁর বক্তব্য, নন কগ্নিজেবল অফেন্স অর্থাৎ অধর্তব্য অপরাধ জনিত মামলায় গ্রেফতারীর কোন সুযোগ নেই। কিন্ত, দেবাংশু সহ ১৪ জন তৃণমূল কর্মীদের ওই ধারায় মামলায় গ্রেফতার করে পুলিশ অন্যায়ের প্রমান দিয়েছে। তিনি দাবি করেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, সুবল ভৌমিক এবং প্রকাশ দাসের বিরুদ্ধে পুলিশ অন্যায় ভাবে মামলা নিয়েছে। তাই, তৃণমূল খোয়াই থানার ওসির পদত্যাগ দাবি করছে।

বিশালগড়ে অসহায় শিশুর পাশে দাঁড়াল শিশু সুরক্ষা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ আগস্ট।। জন্মের পর থেকেই ১০০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী। নাম নিমাই সরকার। বাবা তাপস সরকার। বাড়ি বিশালগড় থানাধীন কদমতলী এলাকায়। সামান্য কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে চলে অভাবের সংসার। তারপরেও দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ সাধ্যমত নিমাইয়ের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করে চলেছে বাবা তাপস সরকার। খবর পেয়ে বুধবার তাপস সরকারের বাড়িতে যায় রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নিলিমা ঘোষ।

কমিশনের কর্মী শর্মিলা চৌধুরী সহ এক প্রতিনিধি দল। তারা তাপস সরকারের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বেঙ্গালুরু স্থিত ফিজিও থেরাপির বিশেষ হাসপাতলে পাঠানোর ব্যবস্থা করার কথা জানালেও সেখানে গিয়ে নিমাইয়ের চিকিৎসা সম্পন্ন করার মত আর্থিক পরিস্থিতি তার পরিবারের নেই বলে জানায় নিমাইয়ের বাবা। কারণ ব্যাঙ্গালোরো নিমাই এর চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিমাই এর যাতায়াত সহ যাবতীয় খরচা কমিশন বহন করলেও তার সঙ্গে যারা যাবেন তার ব্যবস্থা সরকার করবে না। সেই খরচ বহনে তার বাবা সম্পূর্ণ অসমর্থ বলে জানিয়েছে নিমাই এর বাবা।

শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নিলিমা ঘোষ জানান, নিমাইয়ের উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্গালোরো যেতে হবে। সেখানে চিকিৎসার জন্য নিমাই এর সমস্ত ব্যয় ভার কমিশন গ্রহণ করলেও তার সঙ্গে যারা যাবেন তাদের ব্যয় ভার পরিবারকে বহন করতে হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ নিমাইয়ের চিকিৎসার খরচা বহন করতে করতে এই মুহূর্তে এত টাকা খরচ করে ব্যাঙ্গালোরে নিমাই এর চিকিৎসা করাতে সম্পূর্ণ অসমর্থ নিমাই এর পরিবার।এখন দেখার অসুস্থ নিমাইয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কি আদৌ সম্ভব হয় তার পরিবারের পক্ষে? নাকি অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় ভুগতে হয় নিমাই কে।এখন দেখার কর্তৃপক্ষ কি ভুমিকা গ্রহন করেন।

বিশালগড় কলেজের গ্রন্থাগারের কর্মীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ আগস্ট।। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে একপ্রকার অরাজকতা চলছে তা বলা যায়। এখন দেখা যাচ্ছে ছাত্রীরাও পর্যন্ত সুরক্ষিত নয় রাজ্যের স্কুল-কলেজে। বিশালগড় মহকুমার একমাত্র মহাবিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় এর চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মীর অশালীন আচরণের শিকার হচ্ছে কলেজের ছাত্রীরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ এবং আতঙ্কিত ছাত্র-ছাত্রী সহ তাদের অভিভাবকরা। কলেজের লাইব্রেরী দায়িত্বে থাকা চন্দন দাস ছাত্রীদের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে তাদের ফোনে কু-প্রস্তাব দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন অপকর্ম সংঘটিত করে বলে অভিযোগ ওঠে। একাধিক ছাত্র-ছাত্রীরাই একই প্রকার অভিযোগ তোলে চন্দন দাসের এর বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন যাবত এই সকল অপকর্ম চলতে থাকলেও কলেজ কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার হেলদোল নেই। প্রকারান্তে আমাদের প্রতিনিধির কাছে তার ওপর ওঠা অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে অভিযুক্ত চন্দন দাস এবং আমাদের প্রতিনিধির সামনেই এক ছাত্রীর কাছে ক্ষমা স্বীকার করেন চন্দন ঘোষ ।যদিও অভিযুক্ত চন্দন নিজে বিবাহিত এবং পাঁচ সন্তানের পিতা। একটি মহাবিদ্যালযয়ের যখন এই অবস্থা তখন গুণগত এবং নীতিগত শিক্ষার উপর বড় ধরনের প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়। এতসব হওয়ার পরেও কলেজ কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। এমতাবস্থায় বরাবরই প্রশ্ন উঠছে বিশালগড় এর একটিমাত্র কলেজের সামগ্রীক অবস্থানের উপর।

বগাফায় নাবালিকার বিয়ে আটকে দিল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ আগস্ট।। শান্তিরবাজার মহকুমার বগাফা ক্ষেমানন্দ টিলা এলাকায় নাবালিকা মেয়ের বিয়ে আটকে দিলো চাইল্ড লাইন ও আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা। ঘটনার বিবরনে জানাযায় আজ সন্ধ্যাবেলায় বিলোনিয়া চাইল্ড লাইনের ১০৯৮ নাম্বারে খবর আসে বগাফা ক্ষেমানন্দ টিলা এলাকার বাসিন্দা হিরালাল দাসের ছেলে বিজয় দাস বিলোনিয়ার মাইছড়া এলাকা থেকে ১৪ বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে বাড়ীতে এনে বিয়ে করতে যাচ্ছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা শান্তির বাজার আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে রাত্রিবেলায় বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে ঘটনার সত্যতা জাচাইকরেন। উনারা সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে নাবালিকার কোনোপ্রকার খোঁজ পাননি। নাবালিকাকে খোঁজের বিষয়ে বাড়ীর লোকজন কোনোপ্রকার সাহায্য করেননি বলে অভিযোগ। তবে নাবালিকা মেয়ের বিয়ের কথা চাইল্ড লাইনের সদস্যদের নিকট সত্যতা প্রকার করেন ছেলের বাবা হিরালাল দাস। উনারা চাইল্ড লাইনের নিকট উনার ছেলেকে নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেবেননা বলে লিখিত দিয়েছেন। চাইল্ড লাইনের সদস্য ও আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা বাড়ীর সকলকে সচেতন করেন কেউ যদি আইন অমান্যকরে তাহলে বাল্য বিবাহের আইনে দোষীদের শাস্তি প্রদান করাহবে। এখন দেখার বিষয় বাল্য বিবাহরোধে ছেলের পিতা হিরালাল দাস ও উনার পরিবারের লোকজন কতটুকু সচেতন হন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।